ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৯ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 September, 2023 ■ আগরতলা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং ■ ৩০ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে ত্রিপুরায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিমান যোগাযোগ, আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্প, ভারত-বাংলা মৈত্রী সেতুর মাধ্যমে পরিষেবা শুরু করা এবং হাইওয়ে অবকাঠামো সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জি২০ প্রেসিডেন্সি সফলভাবে অধিষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তাঁর দিকনির্দেশনা গ্রহন করেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন।
বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরেছেন, যার সবগুলিই রাজ্যের নাগরিকদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
উভয়ই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগের সুযোগ, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন।
মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন যে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের শিল্প খাতে বিনিয়োগকে উতাহিত করার জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন অংশের বিনিয়োগকারীও ত্রিপুরায় বিনিয়োগের জন্য গভীর আগ্রহ দেখাচ্ছেন, কারণ বর্তমান রাজ্য সরকার শিল্প-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলেছে।
এদিকে, প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ত্রিপুরার বক্সোনগর ও ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ভাঙ্গন শুরু হতেই ঘুম ভাঙলো মথার তড়িঘড়ি কেন্দ্রীয় কার্যকরি কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ভাঙ্গন শুরু হতেই ঘুম থেকে জেগে উঠেছে তিপরা মথা। তিপরাল্যান্ড স্টেট পার্টি(টিএসপি) জোট ভেঙ্গে বেরিয়ে হুঙ্কার দিতেই নতুন কেন্দ্রীয় কার্যকরি কমিটি বানিয়েছে ত্রিপুরার প্রধান বিরোধী দল মথা। এদিকে, দলের বড় পদ ছেড়ে দিলেও রাশ এখনো প্রদ্যোতের হাতেই রয়েছে তারও প্রমাণ মিলেছে। কারণ, গতকাল তিনি ত্রিপুরায় আসতেই মথা সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল ৬ সদস্যক কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ঘোষণা দিয়েছেন। কমিটির অন্যতম সদস্য জগদীশ দেববর্মা বলেন, খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় কার্যকরি কমিটি বৈঠকে বসে দলকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
প্রসঙ্গত, নীতিগত ফারাক এবং দলীয় কাজকর্মে চরম অসন্তোষের জেরে তিপরা মথার সাথে জোট ভেঙ্গে বেরিয়ে গেছে তিপরাল্যান্ড স্টেট পার্টি। ওই দল কার্যত তিপরা মথায় মিশে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তাঁদের দাবি, টিটিএএডিসি-তে দলীয় এমডিসি-রা অবিলম্বে পদত্যাগ না করলে সকলকে বহিষ্কার করা হবে।
সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে তিপরা মথার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তিপরাল্যান্ড স্টেট পার্টির দীনেশ দেববর্মা এবং শ্রীদাম দেববর্মা। দীনেশ বাবু সোজা নিশানা করে বলেন, তিপরা মথা দলে কার্যকরি কমিটি নেই।
এমনকি, দলের সংবিধানও নেই। তাঁর অভিযোগ, প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন এখনো দলের রাশ নিজের কাছেই রেখেছেন। শুধুই সহানুভূতি কুড়ানোর জন্য তিনি দলের কোন বড় পদে থাকবেন না, এমনটা বলে বেড়াচ্ছেন। শ্রীদাম দেববর্মা ওই সাংবাদিক সম্মেলনে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, প্রদ্যোতের ডাকে সাড়া দিয়ে তিপরাল্যান্ড স্টেট পার্টি তিপরা মথায় মিশে গিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখে হতাশ হচ্ছি, জনজাতিদের প্রত্যাশা পূরণে তিপরা মথা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সুর আরও চড়িয়ে তিনি বলেন, আসলে জনজাতিদের কল্যাণ তিপরা মথার নেতৃত্ব ভুলে গেছেন।
জোট শরিকের এই রাম ধাক্কায় কার্যত বেসামাল তিপরা মথা এরপরই নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। গতকাল প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ আগরতলায় ফিরতেই তিপরা মথার সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল ৬ সদস্যক কেন্দ্রীয় কার্যকরি কমিটির ঘোষণা দিয়েছেন। ওই কমিটিতে রয়েছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ, বিজয় কুমার রাঙ্খল, জগদীশ দেববর্মা, অনিমেষ দেববর্মা, মেবার কুমার জমাতিয়া এবং বৃষকেতু দেববর্মা।
সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় প্রদ্যোত এ-বিষয়ে বলেন, তিপরা মথার কেন্দ্রীয় কার্যকরি কমিটির সদস্য হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক, আঞ্চলিক, ব্লক, জেলা এবং কেন্দ্রীয় কমিটি নতুন করে সাজিয়ে তিপরা মথা-কে শক্তিশালী করব। আজ মথার বরিষ্ঠ নেতা জগদীশ দেববর্মা বলেন, তিপরা মথা এই প্রথম কেন্দ্রীয় কার্যকরি কমিটি গঠন করেছে। তাতে খুবই কম সংখ্যক সদস্য রয়েছেন। এই কমিটি মূলত দল পরিচালনা, নীতি নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তাঁর দাবি, আগামী কিছুদিনের মধ্যে দলকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হবে। ৩/৪ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যকরি কমিটির বৈঠকে আলোচনাক্রমে ওই সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে নয়া প্রকল্পের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। জন্মদিনে নয়া প্রকল্পের ঘোষণা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সেবা পাক্ষিক কার্যক্রম হিসেবে পি এম বিশ্বকর্মা কৌশল সম্মান যোজনার সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্যের দশটি সাংগঠনিক জেলায় এই কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা দিয়েছেন ওবিসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি সমীর ঘোষ।
তিনি বলেন, এই যোজনার মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকদের সহযোগিতা করার। ১৮ টি ট্রেডের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকরা এই যোজনার সুবিধা পাবে। পাশাপাশি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরো বলেন ,এর জন্য ১৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। এদিন যোজনা ঘোষণা হওয়ার পর রাজ্যের বাইক মিছিল সংগঠিত করা হবে বলে জানিয়েছেন বিজেপির নেতৃবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামীকাল বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষে নতুন দিল্লিতে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন এবং এক্সপো সেন্টারে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্প চালু করবেন। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল শুধুমাত্র সারাদেশের গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের কারিগরদের আর্থিকভাবে সমর্থন করার পাশাপাশি স্থানীয় পণ্য, শিল্প এবং কারুশিল্পের মাধ্যমে প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যকে☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেআরবিটি মেধা তালিকা প্রকাশ নিয়ে সরকারের স্পষ্টিকরণ চাইলো বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে শিক্ষক-অশিক্ষকের বহু শূন্য পদ রয়েছে। যথাযথ নিয়ম পদ্ধতি মেনে তা পূরণ করার দাবি জানালেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান নারায়ন কর। আজ দলীয় কার্যালয় সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন আমরা চাই রাজ্যের ছেলে মেয়েরা চাকরি পায। তিনি অভিযোগ বলেন বলেন গ্রুপ সি চাকরি মেধা তালিকা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে বেকারদের মধ্যে। কারণ জি আর বি টি ফল প্রকাশ করে বলেছে ৪৩০ জন সুইটেবল ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায়নি। অথচ রাজ্যে পিএইচডি থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিত বহু ছেলে মেয়ে রয়েছে যারা গভীর রাজ্যে এমনকি বিদেশেও সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। কিন্তু জি আর বিটি ফল প্রকাশের পর যে মন্তব্য করেছে তা অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ও হাস্যকর বলে মনে করছে সিপিএম। তিনি বলেন দল মনে করছে ১৯৮০ যে মেধা তালিকায প্রকাশিত হয়েছে তাতে বহি রাজ্যে ছেলেমেয়েদের নাম থাকতে পারে। কারণ এই তালিকায় কোন প্রার্থীর ঠিকানা নেই। সন্দেহ দানা বাঁধে বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে। বামফ্রন্ট মনে করে এটা হওয়া উচিত নয়। তাতে করে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের কাছে ভুল বার্তা যাবি অবিশ্বাস দানা বাঁধবে। ভুয়া পিআরটিসি নিয়ে বিভিন্ন খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদে প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে যে সন্দেহ দানা বেধেছে তা দূর করতে রাজ্য সরকার ভোটার তালিকা নামের সঙ্গে পিআরটিসি মিলিয়ে প্রকাশ করার দাবি জানাচ্ছি সিপিএম। তাহলেই ভুল এবং স্বচ্ছতা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠার কারণ নেই। তিনি বলেন গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে এস ই এস টি পি ডব্লিউ ডি এবং এক সার্ভিস ম্যানের কোন রিজার্ভেশন এর উল্লেখ নেই। এনিও সন্দেহ তৈরি হয়েছে বেকারদের মধ্যে। সিপিএম রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে আর বেটির মাধ্যমে রিজার্ভেশন এর ক্যাটাগরি তালিকা প্রকাশ করা হোক। যে যার সংরক্ষিত আসনে চাকরি পাক সেটাই চায সিপিএম। তিনি বলেন রাজ্য সরকার শিক্ষা দপ্তরে প্রচুর শূন্য পদ খালি পড়ে রয়েছে। শিক্ষকের অভাবে স্কুল গুলির পঠন পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। ১০৩২৩ এর চাকরি হারার পর স্কুলের শিক্ষক শূন্যতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এই অবস্থায় দলের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অবিলম্বে স্কুল গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করার। তিনি অভিযোগ করে বলেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হরেন্দ্রনগর চা-শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের নির্দেশ ঘিরে উত্তেজনা, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দাবিগুলি পূরণের জন্য হরেন্দ্র নগর চা বাগানের শ্রমিকরা শনিবার কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাতে গেলে তাদেরকে কাজ থেকে দিনের মতো ছাঁটাই করার নির্দেশ দেওয়ায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও অতিরিক্ত নিরাপত্তা রক্ষীদের মোতায়েন করা হয়েছে।
ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, চা বাগান ও শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্বে উত্তেজনা বামুটিয়া ফাঁড়ির অন্তর্গত হরেন্দ্রনগর চা বাগান এলাকায়। প্রতিবাদ করায় প্রায় দুই শতাধিক চা শ্রমিকের এক দিনের কাজ বন্ধ করে দেয় নরেন্দ্রনগর চা বাগান কর্তৃপক্ষ।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত ৭ টি চা বাগানের শ্রমিকরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত শাসক দল যতই ঢাক ঢোল ফাটানোর চেষ্টা করুক না কেন চা বাগান শ্রমিকদের সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। বামুটিয়া বিধানসভার ৭ টি চা বাগানের আসল চিত্র আবারো উঠে এলো হরেন্দ্রনগর চা বাগানের এই ঘটনার মধ্য দিয়ে। হরেন্দ্রনগর চা বাগান এলাকার রাস্তা বন্ধ করে শ্রমিকরা বিভিন্ন বঞ্চনার অভিযোগ এনে বামুটিয়া ফাঁড়ির অন্তর্গত হরেন্দ্রনগর চা বাগান শ্রমিকরা বাগান অফিস ঘেরাও☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৈত্রী সেতু পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৌশল কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কৌশল কিশোর গতকাল সাবম মহকুমার টার্শিয়ারী ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট সেন্টারটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন সাবম নগর প'ায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে, রাজ্য নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা রজত পন্থ, সাবমের মহকুমা শাসক বিধান চন্দ্র রায়, সাবম নগর প'ায়েতের কার্যনির্বাহী আধিকারিক অভিজিৎ জমাতিয়া, ডিসিএম মনোজ প্রভাকর পাল, নকুল পাল, রতন দাস প্রমুখ। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মৈত্রী সেতু ও তৎসংলগ নির্মীয়মান আইসিপি পরিদর্শন করেন। তিনি এই দুটি কাজ পরিদর্শন করে এর অগ্রগতি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আইসিপি ও মৈত্রী সেতু চালু হয়ে গেলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। মৈত্রী সেতু পরিদর্শনকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিএসএফ'র প্রতিনিধির কাছ থেকেও মৈত্রী সেতু ও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংক্রান্ত তথ্য জেনে নেন। তিনি স্বচ্ছ ভারত মিশনে সাবমের টার্শিয়ারী ওয়েস্ট সেন্টারের বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজে নিয়োজিত মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে এর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তিনি সাবম নগর প'ায়েতের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

নাবালিকা ধর্ষণ ঃ দুই অভিযুক্তকে কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর।। নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে দুই অভিযুক্তকে কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন উত্তর জেলার বিশেষ আদালতের বিচারপতি অংশুমান দেববর্মা।
ঘটনার বিবরণে বিশেষ আদালতের সরকারি আইনজীবী সুদর্শন শর্মা জানিয়েছেন, ২০১৭ সালের ২৭ আগস্ট দামছড়া থানার অন্তর্গত সুন্ধিবাসা এলাকায় পাশের বাড়ি কোয়ায় জল আনতে গিয়েছিল এক নাবালিকা। তখন ওই নাবালিকাকে সেখান থেকে জোর পূর্বক তুলে নিয়ে যায় গন উরাং, পিন্টু উরাং ও বাসিয়া উরাং নামে তিন যুবক। তাকে পার্শবর্তী একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণ ধর্ষণ করে তিন যুবক। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তীতে নাবালিকা কন্যা দামছড়া থানায় একটি ধর্ষণের মামলা দায়ের করে তিন যুবকের বিরুদ্ধে। ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৭৬ডি এবং পক্সও আইনের ছয় ধারায় মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে দামছড়া থানায় পুলিশ।
পরবর্তীতে এই মামলায় তাদের আটক করা হয়েছিল। উত্তর জেলার বিশেষ আদালতে এই মামলা দীর্ঘ বছর চালার পর মোট ২১ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে অবশেষে গন উরাং ও পিন্টু উরাং কে দোষী সাব্যস্ত করে শনিবার এই মামলার রায় দান করেন বিচারপতি। সাক্ষীর অভাবে এই মামলা থেকে বেকসুর খালাস পায় বাসিয়া উরাং। শনিবার বিশেষ আদালতের বিচারপতি অংশুমান দেববর্মা দোষীদের ৩৭৬ ধারায় কুড়ি বছর কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের নির্দেশ দেন। অর্থ অনাদায়ে ছয় মাসের জেল। অনুরূপ ভাবে পক্সও আইনের ছয় ধারায় একই সাজা ঘোষণা করেন বিচারপতি। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে এই ধরণের সাজা ঘোষণায় সমাজে একটি কঠোর বার্তা যাবে অপরাধ করলে কেউ পার পাবে না।

শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের চাকুরীতে পুনর্বহাল সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর গঠন করা এডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট পেশ নিয়ে তালবাহানা করছে শিক্ষা দপ্তর। এই অভিযোগ তুলে আজ শিক্ষা ভবনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ১০,৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতিনিধি দল।

তাঁদের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের ছয় মাস অতিক্রান্ত হলেও মুখ্যমন্ত্রীর গঠন করা এডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করছে না শিক্ষা দপ্তর। এ বিষয়ে একাধিকবার চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চিঠি দেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত সদুত্তর পাননি তাঁরা।
তাই আজ এডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট পেশ করে চাকুরীচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিদ্যালয়মুখী করা সহ বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে শিক্ষাভবনে শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছেন তাঁদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারের দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলনে নামছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। বিজেপি সরকারের আমলে দেশ ও রাজ্যে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রুপ পেয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন প্রদেশ কংগ্রেস প্রবক্তা প্রবীর চক্রবর্তী। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন স্বচ্ছতার নাম করে বিজেপি সরকার একের পর এক দুর্নীতি করে যাচ্ছে। চাকরি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে বিজেপি সরকার। জিআরবিটি মেধা তালিকা প্রকাশ নিয়ে ঘোটালার অভিযোগ তুলেন শ্রী চক্রবর্তী।বলেন এই সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব আগামী দিনে রাজ্য ব্যাপী ব্যাপক জনমত গঠন করে গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩৩৪ ▫ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ৩০ ভাদ্র ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ইন্ডিয়া'র আতঙ্কই কি তাড়া করিতেছে!

ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সংবিধানকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশ পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু মাঝেমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শাসন ক্ষমতাকে ব্যবহার করিয়া যেসব আজগুবি সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে তাহা মোটেই দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের কাছে মানানসই নয় বলিয়া বিভিন্ন মহল মনে করিতেছে। দেশের নাম পাল্টাইয়া ফেলিবার মতন প্রচেষ্টা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক বটে। বেশ তো ছিল 'ইন্ডিয়া'। এ নামেই তো এই দেশকে চিনে গোটা দেশ, দুনিয়া। রাতারাতি সেই নাম বদলাইয়া ফেলিবার কী এমন প্রয়োজন হইল! ভারি অদ্ভুত লাগিতেছে। অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সংবিধানে লেখা আছে, 'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত।' মনে হয়, সংবিধানের এই লাইনটিকে নিজেদের তথাকথিত দেশীয়করণ অ্যাজেন্ডার হাতিয়ার করিয়াছে কেন্দ্রের বর্তমান শাসকদল। আবার এর নেপথ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা কৌশলের ছায়া খোঁজাও বড় অমূলক নয়। বরং সেই নিরিখে বিরোধী মঞ্চ 'ইন্ডিয়া'র দাপটের আতঙ্কে কোথায় যেন শাসকের হার মানিয়া নেওয়ার আভাস! সমালোচনা, বিতর্ক যাই থাক, কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের মিলিত প্ল্যাটফর্ম 'ইন্ডিয়া'র ধারাবাহিক আলোচনা ও জোরালো ঘোষণা দেশজুড়িয়া নিঃসন্দেহে সাড়া ফেলিয়াছে। সেই জোটই কি শাসকের মনে উসকে দিয়াছে অশনি সংকেত? যেন একটা 'ফ্রয়েডিয়ান আতঙ্ক' তৈরি হইয়াছে। 'ইন্ডিয়া' নামটা দেখিলে বা শুনিলেই গায়ে জ্বর আসিতেছে! একটা আতঙ্ক তাড়া করিতেছে বারবার। সবমিলাইয়া এমন হইয়াছে যে, মনে হয় একভাবে যেন হার স্বীকার করিয়া নেওয়া! অন্যদিকে, দিল্লির শাসকরা ইদানীং সবকিছুই দেশীয়করণের পক্ষে। জি ২০ সম্মেলনের আমন্ত্রণপত্রে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি মহোদয়ার নামের আগে 'ইন্ডিয়ার' বদলে হঠাৎ 'ভারত' লেখার এইউদ্যোগ বোধকরি তারই নবতম সংস্করণ। ইংরেজিকে অন্তত এক ইঞ্চি তো সরাইয়া দিলাম! কিন্তু ইংরেজি তো পুরো সরাইতে পারিবে না। পারা সম্ভবই নয়। কারণ, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে শুরু করিয়া শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ইংরেজি বাতিলের অবকাশ নাই। কাজেই এ তো কার্যত একশো ভাগের এক ভাগ থেকে ইংরেজি সরাইবার সামিল। নিঃসন্দেহে হাস্যকর। এ যেন সেই পাগলের নিষিদ্ধ প্রাণী বধে আনন্দ! ইংরেজিকে পুরো সরাইবেন কী করিয়া! শাসককুলের বহু নেতা-নেত্রীর ছেলেমেয়েরাই তো নানা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়া।
সর্বোপরি নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতেও তো ইংরেজি বাতিল করিয়া দেওয়ার কথা বলা হয়নি। কাজেই রাতারাতি 'ইন্ডিয়া' থেকে 'ভারত' করিয়া ইংরেজি সরাইয়া মেকি দেশীয়করণের সাফল্যের আত্মপ্রসাদ লাভ করা যাইতেই পারে। কিন্তু বাস্তবে তাহা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বালখিল্য আচরণছাড়া আর কিছুই প্রতিপন্ন করে না। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিয়ার বদলাইয়া দেশের নাম ভারত হিসেবে রূপান্তরিত করিবার যে প্রয়াস গ্রহণ করিয়াছে তাহা শেষ পর্যন্ত কতটা বাস্তবায়িত হইবে সেটাই এখন হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন।

বাঁকুড়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে শ্যুট আউটের ঘটনায় গ্রেফতার অন্যতম অপরাধী

বাঁকুড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত ৫ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন কেশিয়াকোল হনুমান মন্দিরের কাছে প্রকাশ্য দিবালোকে শ্যুট আউটের ঘটনায় আসানসোল থেকে এক দাগী অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে বাঁকুড়া পুলিশ। ধৃতের নাম প্রতাপ দাস। বাবার নাম বিশ্বজিৎ দাস। পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়ার স্থায়ী বাসিন্দা হলেও বর্তমানে সে আসানসোলের এসবি গরাই রোডে থাকত। শুক্রবার তাকে আসানসোল এলাকা থেকেই গ্রেফতার করে বাঁকুড়ায় নিয়ে আসে জেলা পুলিশ।
শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই গ্রেফতারের কথা জানান বাঁকুড়া পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী। তিনি বলেন, ওই দিন আঁততায়ীদের ফেলে যাওয়া মোটরবাইকের সূত্র অনুসন্ধান শুরু হয়। পাশাপাশি পুলিশ তার নিজস্ব সোর্স থেকেও অনেকটা সাহায্য পেয়েছে।
পুলিশ সুপার বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া এলাকার বাসিন্দা শেখ সাদ্দাম খুনের অভিযোগে বাঁকুড়া সংশোধনাগারে বন্দি ছিল। ওই দিন জামিনে জেল থেকে ছাড়া পায় সে। তাকে বাঁকুড়া থেকে একটি অল্টো গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তারই আত্মীয় পরিজনেরা। গাড়িতে ৪ জন ছিলেন। গাড়ি বাঁকুড়া শহর থেকে বেরিয়ে কেশিয়াকোলের কাছে আসতেই দুই বাইক আরোহী গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। ঘটনায় ৩ জন জখম হন। ঘটনাচক্রে সেই সময় বাঁকুড়া সদর থানার আইসি দেবাশিস পান্ডা সেখান দিয়ে শহরে আসছিলেন। তিনি কিছু একটা ঘটেছে আন্দাজ করে গাড়ি থেকে নেমে আঁততায়ীদের লক্ষ্য করে বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে গেলে তারা বাইক নিয়ে বাঁকুড়া শহরের দিকে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ জেলার প্রবেশ পথে সমস্ত নাকা চেকিং শুরু করে। দুস্কৃতিরা সেটা বুঝতে পেরে যাত্রীবাহী বাসে চেপে পালিয়ে যায়। বাইকটি কেরানীবাঁধের বাউরি পাড়ার কাছে ফেলে যায়। বাইকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখে জানা যায় গাড়ির মালিক প্রতাপ দাস। তারই সূত্র ধরে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সহযোগিতায় প্রতাপকে গ্রেফতার করে। মাত্র ২২ বছর বয়সেই খুন, চুরি ডাকাতি, গুলি চালানোর মত অসংখ্য ক্রিমিনাল কেসে নাম রয়েছে প্রতাপের। শুধুমাত্র আসানসোল দক্ষিণ ও উত্তর এবং হীরাপুর থানাতেই তার নামে ১১ টি মামলা রয়েছে। পুলিশ সুপার জানান, ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার সঙ্গী ও এই চক্রের হদিশ পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ক্লু পাওয়া গেছে তা তদন্তের স্বার্থে গোপন রাখা হচ্ছে।

চোর সন্দেহে নৈশপ্রহরীকে গণপিটুনি, মৃত্যুতে তুমুল চাঞ্চল্য

উত্তর দিনাজপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গাছে বেঁধে গণপিটুনির জেরে মৃত্যু হল পঞ্চায়েত সদস্যের ভাইপোর। খুনের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল শনিবার। মৃত যুবকের নাম পল্টু ওরাওঁ, বয়স ২৫ বছর। স্থানীয় ধরমপুর (২) পঞ্চায়েতের রায়পুর গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় নৈশপ্রহরী। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর ১-এর ইলোয়াবাড়ি এলাকার ঘটনা। শনিবার সকালে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় পুলিশ। মৃত ব্যক্তি স্থানীয় একটি প্লাই মিলে নিযুক্ত ছিলেন। ঘটনাস্থলে পাঞ্জিপাড়ার ফাঁড়ির পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, ওই যুবক পাঞ্জিপাড়ার শান্তিনগর এলাকায় একটি প্লাই মিলে কর্মরত ছিলেন। নৈশপ্রহরীর কাজ রোজকার মতো শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজের উদ্দেশে যান। কিন্তু রহস্যজনকভাবে মধ্যরাতে ওই নৈশপ্রহরীকে গুরুতর জখম অবস্থায় ইলোয়াবাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শনিবার সকালে যুবকের মৃত্যু হয়।

যন্ত্রণা স্পর্শ করতে পারেনি তাঁর আনন্দময় সত্তাকে

১৯২৩ সালের অগস্ট মাস শেষ হতে চলেছে। বন্ধুর সঙ্গে শেষ দেখা করতে এলেন রবীন্দ্রনাথ। গড় পারের বাড়িতে মৃত্যুশয্যায় তাঁর সেই "পরম স্নেহভাজন যুবক বন্ধু"। কবি সবিস্ময়ে দেখলেন, মৃত্যু যাঁর শিয়রে, সেই বছর ছত্রিশ বয়সের যুবকের চোখেমুখে এতটুকুও দুঃখ শোকের ছাপ নেই। দীর্ঘ রোগভোগে জীবনের কিনারায় পৌঁছে গেলেও মৃত্যুভয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বরং জীবনের শেষ সময়টুকু কাজে লাগাতেই ব্যস্ত সেই সাহিত্যিক বন্ধু, হৃদয়ের সঞ্জীবনী সুধাপাত্র থেকে পাঠকদের আরও কিছু দান করে যেতে চান তিনি। বন্ধুর পাশে বসে তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন স্বরচিত মৃত্যুঞ্জয়ী গান, "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।" সে দিন কবির অসমবয়সি বন্ধু সুকুমার দু'বার শুনতে চেয়েছিলেন আর একটি গান, "দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে।" কবির মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মতো অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখি নি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।"
মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সুকুমার রায়ের প্রশান্ত ভঙ্গিটি দেখে রবীন্দ্রনাথ চমতৃত হয়েছিলেন, কিন্তু সুকুমার তো অনেক কম বয়সেই মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দর্শন সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৯১২ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে যান, সুকুমার তখন মুদ্রণ বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য সেখানে ছিলেন। সে সময় এক সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনার উপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেন তিনি। জীবনের প্রতি প্রেমে যেমন রবীন্দ্রনাথ উদ্বেল হয়েছেন, তেমনই শ্যামসমান মরণকেও প্রশান্ত চিত্তে আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন তিনি, রবি দর্শনের এই বিশেষ দিকটিও সে দিন সুকুমারের বক্তৃতায় উঠে এসেছিল। তাঁর স্মরণে এসেছিল "গীতাঞ্জলি"-র চরণগুলি:

ভরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তার দিব আনি.
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।
যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন এতদিনের
সব আয়োজন
চরম দিনে সাজিয়ে দেব

সে দিনের সে সভায় সুকুমার নিজস্ব ইংরেজি অনুবাদে এই লাইনগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর লেখা তাঁর প্রবন্ধটি ছেপে বেরিয়েছিল "কোয়েস্ট" পত্রিকায়। সুকুমার ছিলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখে বিদেশিদের কাছে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন।
রবীন্দ্রনাথের গাওয়া গানে যখন মৃত্যুর শান্তিময় রূপটি খুঁজে নিচ্ছেন বছর ছত্রিশের কবি, তখনও অচঞ্চল নিষ্ঠায় তিনি কাজ করে চলেছেন তাঁর একটি বই প্রকাশের জন্য। বইটি ছোটদের জন্য লেখা তাঁর মজাদার ছড়ার সঙ্কলন, "আবোল তাবোল"। মাত্র সপ্তাহ দুই পরে ১০ সেপ্টেম্বর "আবোল তাবোল"-এর কবি চলে গেলেন এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে, আর তাঁর সেই বই বেরোল ১৯ সেপ্টেম্বর। সে বইয়ের শেষ ছড়া সুকুমার লিখেছিলেন মৃত্যুর দোরগোড়ায় বসে, তাতেও রেখেছিলেন অনেকখানি মজা। লিখেছিলেন, "আজকে আমার মনের মাঝে/ ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে /রাম খটাখট ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ/ কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।" মজার ছলেই দস্যিছেলে জানিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বিদায়ের কথা, "ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর/ গানের পালা সাঙ্গ মোর।" ১৯২১-এ কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে যে বছর দুয়েক তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, সেই সময়টা জুড়েও তাঁর সরস কলম ছিল সচল। সুকুমার-পুত্র সত্যজিতলিখেছিলেন, "জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে এমন রসিকতা আর কোনও রসস্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।"
মৃত্যু যখন তাঁর শিয়রে, তখনও প্রসন্নচিত্ত থাকার ক্ষমতা সুকুমার অনেকটা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রেও। বাহান্ন বছর বয়সে কবির পিতা উপেন্দ্রকিশোরও মৃত্যুকে গ্রহণ করেছিলেন আনন্দের সঙ্গে। সুকুমার নিজেই লিখেছেন তাঁর কথা, তাঁর "দুরন্ত রোগ-নির্যাতনের মধ্যে আপনার চিত্তের স্থৈর্যকে" রক্ষা করার কথা। সুকুমার লিখেছেন, "মৃত্যুর প্রায় ছয় সপ্তাহ পূর্বে রোগ যখন সহসা নূতন মূর্তি ধারণ করিয়া দেহকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তিনি চিকিতকদিগের শত আশ্বাস সত্ত্বেও তাহার মধ্যে কালের আহ্বান শুনিয়া অটল বিশ্বাসে, প্রশান্ত চিত্তে, পরম আনন্দে লোকান্তরপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মৃত্যুর বিভীষিকা কি অপরূপ আনন্দময় মূর্তিতে তাঁহার নিকট দেখা দিয়াছিল।" উপেন্দ্রকিশোরের মুখের ভাষা উদ্ধৃত করেছেন পুত্র, "তোমরা আমার রোগক্লিষ্ট দেহকে দেখিতেছ; আমার অন্তরে কি আরাম, কি শান্তি, তাহা যদি দেখিতে, তোমাদের আর দুঃখ থাকিত না। আমার জন্য তোমরা শোক করিও না আমি আনন্দে আছি, আনন্দেই থাকিব।"
একটা বিষয় খেয়াল করা যেতে পারে, উপেন্দ্রকিশোরের "গুপী গাইন বাঘা বাইন"-এর সরস কাহিনিটি "সন্দেশ" পত্রিকার ছ'টি সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৫ সালে, তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন আগে। আর সে গল্পের অলঙ্করণ নিজের হাতেই করেছিলেন গল্পকার। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না, আনন্দের এক অবিরল ধারা কী ভাবে তাঁর মনে তখনও প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। ছোটরা আনন্দের সঙ্গেগ্রহণ করবে, এমন রচনায় মন দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। তাঁর সম্পর্কে সুকুমার লিখেছেন, "শিশুর শিশুত্বের মধ্যে তিনি অমৃতের স্বাদ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার আনন্দযজ্ঞে আপনাকে এমন যথার্থভাবে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।"
সুকুমারের আশৈশব আনন্দের সাধনাও ছিল উপেন্দ্রকিশোরের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার। জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতে যেখানে যেটুকু সম্ভব, আনন্দরস সংগ্রহ করে নেওয়ার স্বভাবটি সুকুমার পেয়েছিলেন পিতার কাছ থেকেই। যেমন পেয়েছিলেন ছোটদের আনন্দ দেওয়ার জন্য সাহিত্য রচনার অলৌকিক ক্ষমতাও। আনন্দের দুনিয়ায় মেতে থাকা দামাল কিশোর সুকুমারের ছবি আমরা তো দেখতে পাই তাঁর বোন পুণ্যলতার লেখায়। বিরসবদন থাকার কোন সুযোগ ছিল না সে দুনিয়ায়। সঙ্গীসাথীদের তাড়া করা হোক বা কবিতায় গল্প লেখা হোক, সবেতেই আসর জমিয়ে রাখায় জুড়ি মেলা ভার ছিল সুকুমারের। কারও উপর রাগ হলেও শোধ নেওয়ার জন্য "রাগ বানাই" খেলা চলত। সে খেলায় কারও উপর রাগ হলেও মুখ গোমড়া করে না থেকে তার সম্পর্কে যা-তা আজগুবি গল্প বানানোর খেলা চলত, তার মধ্যে বিদ্বেষের লেশমাত্র থাকত না। মজার মজার কথায় হাসির স্রোতে রাগ কোথায় ভেসে যেত, কেউ বুঝে উঠতে পারত না। "ননসেন্স ক্লাব"-এর মতো আনন্দের আখড়া গড়ে আর "সাড়ে বত্রিশ ভাজা" পত্রিকায় হরেক রকম হাসির লেখায় হাত পাকাতে পাকাতে বড় হয়ে ওঠা সুকুমার সারা জীবনই যেন আওড়ে গিয়েছিলেন: "হাসছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই"। মনে আনন্দের অফুরান জোগান ছিল বলেই তো লিখে ফেলেছিলেন, "উঠছে হাসি ভসভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।" সমাজের যত গম্ভীর গোমড়ামুখোদের "রামগরুড়ের ছানা" বলে উপহাস করতে পেরেছিলেন। আহ্লাদী মেজাজের সুকুমার অকাতরে আনন্দরস বিলিয়ে গিয়েছেন তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মে। অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ শক্তি আর উদ্ভট কল্পনা ছিল সুকুমারের, আর সে সব তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন প্রকৃতি ও সমাজ-সংসারের দৈনন্দিন অসঙ্গতি থেকে আনন্দ খুঁজে নেওয়ার কাজে। তাঁর সময়ের সমাজের যত ক্ষত, সে সব তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি, অদ্ভুত মনের মাধুরী মিশে সে সব অপ্রীতিকর বিষয় শেষে অনাবিল হাসির ঝর্নাধারা হয়ে বেরিয়ে এসেছে তাঁর লেখনী বেয়ে! "সতাত্র"-এর মতো ছড়ায় তাঁর শাণিত ব্যঙ্গই যোগান দেয় অফুরান হাস্যরসের। কারও বংশগৌরব থাকলেই তাকে সে কালে সতাত্র বলে বিবেচনা করা হত, যতই সে ম্যাট্রিকে উনিশটি বার ঘায়েল হোক। পাত্রের স্বাস্থ্য বা আর্থিক অবস্থা, কোনও কিছুই ধর্তব্য ছিল না সে সমাজে।
ভাগ্যগণনা বা পঞ্জিকায় বিশ্বাস, আদ্যিকালের এ সব সংস্কারের মধ্যে দারুণ কৌতুকের রসদ খুঁজে পেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বড় হয়ে ওঠা সুকুমার। কী অদ্ভুত কৌতুকের আবরণে ঢাকা পড়ে যায় অন্ধবিশ্বাসের প্রতি তাঁর যত শ্লেষ। তাঁর নানা ধরনের সাহিত্যকর্মে বিচিত্র সব চরিত্র ও তাদের কাজকর্ম কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের গোড়া ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়। "হযবরল"-র কাক্কেশ্বর কুচকুচের "বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হিসাবী ও বেহিসাবী, খুচরা ও পাইকারি সকল প্রকার গণনা'র কথা কি ভোলা যায়! গনতকারের কাছে নিজের হস্তগণনা করিয়ে মনের শান্তি হারিয়ে ফেলা নন্দ গোঁসাইয়ের কথাই বা আমরা ভুলি কী করে! "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" নাটকে মহাকাব্যের উপরও কৌতুকের নির্মল আলো ফেলেছেন কৌতুকপ্রিয় সুকুমার। সুকুমার ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন দুই বিষয়ে অনার্স-সহ স্নাতক হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের সাধারণ মানুষকে হেয় করার মানসিকতা তাঁর কৌতুকবোধকে উদ্দীপ্ত করেছিল। তাই "জীবনের হিসাব" ছড়াটিতে তাঁর তীব্র শ্লেষে বিদ্ধ হন বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই। "গোঁফচুরি"-র মতো ছড়ায় হাসির খোরাক হয়েছেন হেড আপিসের বড়বাবু, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যাঁকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে তুলেছে। আবার, গুণ না থাকলেও নিজেকে জাহির করার প্রবণতা সব যুগে সব মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। দেখনদারি করতে গিয়ে ভীষ্মলোচন শর্মারা তাঁদের চার দিকে সবার বিরক্তি আর আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠেন। তাঁদের উদ্ভট কাণ্ডকারখানা থেকে সুকুমার অসাধারণ কৌতুকরস সংগ্রহ করেছেন। ঔপনিবেশিক যুগে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা খাপছাড়া সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বেখাপ্পা এই জোড়াতালির ব্যাপারটা "খিচুড়ি"র মতো ছড়ার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। এ সব ছড়ায় সাহেব হয়ে ওঠা ভারতীয় বাবুদের প্রতি হয়তো ব্যঙ্গ ছুড়ে দিয়েছেন ছড়াকার। আবার ব্রিটিশদের দমনপীড়নমূলক আইনের মধ্যেও যে হাসির উপলক্ষ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি, তা দেখা যায় "একুশে আইন" বা "কুমড়োপটাশ" ছড়ায়।
সুকুমার হুজুগে মাতার লোক ছিলেন না। তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা ছিল লক্ষণীয়। সে কালে "স্বদেশি স্বদেশি" বলে যাঁরা অতিরিক্ত মাতামাতি করতেন, তাঁদের কাজকর্ম কথাবার্তা থেকে তিনি যে বেশ হাসির খোরাক পেয়েছিলেন, তা বোঝা যায় তাঁর "ছায়াবাজি" ছড়াটি পড়লে। ছায়া থেকে তৈরি দিশি ওষুধ যার দাম "চোদ্দ আনা শিশি", এমন ওষুধের কল্পনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" নাটকেও স্বদেশি বাতিকের প্রতি কৌতুকভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন সুকুমার। যখন বিশল্যকরণী আর মৃতসঞ্জীবনী প্রয়োগে লক্ষ্মণ মুহূর্তে চেতনা লাভ করে, তখন সবাই বলে ওঠে, "বা, বা! কেয়াবাত কেয়াবাত কি সাফাই ওষুধ রে!" হনুমান তার উত্তরে বলে, "হাজার হোক স্বদেশি ওষুধ তো!" সকলে সমস্বরে বলে ওঠে, "তই বল! স্বদেশি ওষুধ না হলে কিএমন হয়?" ভাই সুবিনয়ের স্বদেশির বাতিক ছিল। নানা জায়গা থেকে তিনি বেশি দামে দেশি জিনিস কিনে আনতেন। দাদা সুকুমার তাই নিয়ে গান বেঁধেছিলেন, "আমরা দিশি পাগলার দল,/ দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল!/ (যদিও) দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি,/ (তা হক না) তাতে দেশেরই মঙ্গল।"
সুকুমারের সৃষ্টিশীলতার গভীরে ছিল শিশুসুলভ সারল্য আর আনন্দের অনুভূতি। শিশুসুলভ সারল্য যে মনের কল্পনা ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে সৃষ্টির ব্যাকুল আনন্দের ঝর্নাধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখে, সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন সুকুমার। পিতার সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধের শেষে জীবনভর আনন্দের কারবারি সুকুমার উদ্ধৃত করেছিলেন উপনিষদের এই শ্লোকটি, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই শ্লোকটিই উদ্ধৃত করেছিলেন মহারানি ভিক্টোরিয়ার প্রয়াণে লেখা তাঁর এক প্রবন্ধে। যেখানে তিনি এ স্তোত্রের ভাষ্য দিয়েছেন এ ভাবে, "তিনি পরমানন্দ সেই আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উতন্ন হইতেছে, সেই আনন্দের দ্বারাই জীবিত রহিতেছে এবং ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সচেতন-অচেতন যাহা-কিছু অহরহ তাঁহার প্রতি গমন করিতেছে এবং তাঁহার মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে।" রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন জোড়াসাঁকোতে সে বারের মাঘোতবে। কয়েক দিন পরে তা প্রকাশিতও হয়েছিল "ভারতী" পত্রিকায়। সুকুমারের মনে গেঁথে গিয়েছিল কবিগুরুর উদ্ধৃত করা সে ভাষ্য-সহ শ্লোকটি। পিতার সদাজাগ্রত আনন্দময় চেতনার কথা বলতে গিয়ে সেই মূল্যবান শ্লোকটিই স্মরণ করেছেন তিনি। রোগশয্যায় লেখা অতীতের ছবি কবিতায় ব্রাহ্ম সমাজের ইতিকথা তুলে ধরেছিলেন রোগের কাছে হার না মানা সুকুমার। সে কবিতায় আনন্দময় ব্রহ্মকে প্রণাম জানিয়ে উপনিষদের সেই কথাগুলিই নতুন ভাবে লিখেছিলেন তিনি,

আনন্দেতে জীব জনম লভে
আনন্দে জীবিত রয়েছে সবে;
আনন্দে বিরাম লভিয়া প্রাণ
আনন্দের মাঝে করে প্রয়াণ।

এই কবিতায় বিশ্বাত্মার মাঝে মগ্ন হয়ে সন্দেহ, ভয়, শোক, তাপ, মোহ, মৃত্যু-চিন্তা সব কিছু থেকে মুক্তি লাভের পথ বাতলেছেন শান্ত সমাহিত কবি। সেই পরমানন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই এত অবলীলায় দেশকাল, সমাজ ও জীবনের হাজার অসঙ্গতি দেখেও সুকুমার সব সময় হেসেছেন, উপহারও দিয়েছেন অনাবিল হাসি। সুখেদুঃখে থেকেছেন আনন্দময়, জীবনের শেষ বেলায়ও সমস্ত দুঃখকে, ক্ষতিকে, মৃত্যুকে তুচ্ছ বোধ করেছেন।

বেগম রোকেয়ার রচনায়

ড. মাহমুদুল আলম

নারী জারণের লেখিকা ও মুসলিম নারী সমাজের সংস্কারক বেগম রোকেয়া। তাঁর জীবনী ও রচনা বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে নতুন প্রগতির দিকদিশা। তিনি মুসলিম নারী সমাজকে ধর্মের গোঁড়ামি থেকে বের করার চেষ্টা করেছেন। সমাজ থেকে অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্ত ধর্মীয় আচরণ ও কুলীনপ্রথা দুর করতে পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি, বালিকা প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। তাঁর ইসলাম বিষয়ে মন্তব্যগুলো অনেকে ভিন্নচোখে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। অনেকে তাঁকে নারীবাদী লেখিকাদের সাথে তুলনা করেছেন। তারা বুঝেনি নারীবাদ কি? তাঁর রচনা সমগ্র স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি ইসলামের প্রগতি চিন্তাকে সাহিত্য রসে উপস্থাপন করেছেন। নারীশিক্ষা, আকীদা, ধর্মীয় আমল, পর্দা, মেলামেশা, সাহিত্য চর্চা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর ইসলামী উদার দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সাগর সম। তিনি কুরআন-হাদিসের বাণীগুলো প্রগতির আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।
'পিপাসা' প্রবন্ধে লেখিকা পিপাসার বিভিন্ন ক্ষেত্র তুলে ধরেছেন। সেখানে কারবলার প্রান্তরে ইমাম হোসেন পরিবারে মর্মান্তিক পিপাসার বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম হোসেন, আলী আকবর, কন্যা সকিনা, ফাতেমা, কাসেম, শহরবানু, জয়নব সবার পানির পিপাসা ও শহীদদের বিবরণ মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম হোসেনের পিপাসার বিবরণ দিয়ে বলেন, "বীর হৃদয়! একবার হোসেনের বীরতা সহিষ্ণুতা দেখ! ঐ দেখ, তিনি নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া-আর কোন যোদ্ধা নাই, সকলে সমরশায়ী, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একা। তিনি কোন মতে পথ পরিস্কার করিয়া নদী পর্যন্ত গিয়াছেন। ঐ দেখ অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিলেন, বুঝি পান করেন; না, পান ত করিলেন না!- যে জলের জন্য আসগর তাঁহারই কোলে প্রাণ হারাইয়াছে, আকবর তাঁহার রসনা পর্যন্ত চুষিয়াছেন- সেই জল তিনি পান করিবেন? না, -তিনি জল তুলিয়া দেখিলেন, ইচ্ছা করিলে পান করিতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া নদীর জল নদীতেই নিক্ষেপ করিলেন! বীরের উপযুক্ত কাজ।" (পিপাসা)
তাঁর এ উক্তি মীর মোশারফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' কে উতরে গেছে। নবী পরিবারের প্রতি কতটুকু গভীর ভালোবাসা থাকলে এমন ভাষাজ্ঞান আসতে পারে তা জ্ঞানীমহলেই জানেন। তিনি কারবালার হৃদয়স্পর্শী কাহিনী কেন্দ্র করে শিয়া-সুন্নীর দ্বন্দ্বের কারণ এবং তা নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, "শিয়াদের বাহ্য আড়ম্বর সুন্নিগণ ভাল মনে করেন না। বক্ষে করাঘাত করিলে বা শোক-বস্ত্র পরিধান করিলেই যে শোক করা হইল, সুন্নিদের এরূপ বিশ্বাস নহে। মতভেদের কথা এই যে, শিয়াগণ হযরত আয়ষা-ফাতেমার বিমাতা সিংহাসন আলীকে না দিয়া মোয়াবীয়াকে দিয়াছেন বলিয়া আয়যাকে নিন্দা করে। আমরা আয়যার (আলীর সংশাশুড়ি হওয়া ব্যতীত আর) কোন দোষ দেখি না। চতুর্থ খলিফা কে হইবেন, ধর্মগুরু মোহাম্মদ (দ) তাঁহার নাম স্পষ্ট না বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশে করিয়া দেখাইয়াছেন। সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি মোয়াবীয়া কিম্বা আলী তাঁহারা উভয়ে একই স্থানে দ-ায়মান ছিলেন। তাই মতভেদ হইল। কেহ বলিল 'চতুর্থ খলিফা মোয়াবীয়া', কেহ বলিল 'আলী'। আয়যা হিংসা করিয়া বলেন নাই, সিংহাসন মোয়াবীয়া পাইবেন। তিনি ঐ অনুমানের কথাই বলিয়াছিলেন মাত্র। সুন্নিগণ মাননীয়া আয়যার নিন্দা সহ্য করিতে পারে না। শিয়া সুন্নিতে এইটুকু কথার মতভেদ। এই বিষয় লাইলাই দলাদলি।" (পিপাসা)
শত শত বছর ধরে শিয়া-সুন্নির দলাদলি, সংঘাত নিরসনের জন্য লেখিকা ইসলামের একটি চিরসত্য বাণী সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। নবী মোহাম্মদের (সা.) সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়েছেন। উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়যা (রা) কে দোষের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। একজন নারী যে, হাদিস বিশারদ, প-িত, ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, খলিফা নির্বাচনে সিদ্ধান্ত প্রদানকারিনি হতে পারেন তার বিবরণ শুক্ষ্মভাবে প্রদান করেছেন। তিনি বাংলার নারী সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়ে দিয়েছেন, নবী মুহাম্মদ পতীর মাঝে এতোগুণ আর বাংলার নারী ঘরের ভিতর বন্দিনি। ইসলামের শিক্ষা চেতনা কত না উদার!
তিনি 'পিপাসা' প্রবন্ধে সৃষ্টির সবার মাঝে পিপাসা দেখেছেন। জলে সবার পিপাসা মিটে। কিন্তু সাগর তারও পিপাসা রয়েছে। তার গভীর গর্জনেও 'পিপাসা, পিপাসা'। এ পিপাসা নিবারণের জন্য সবাই ব্যস্ত। কিন্তু এ পিপাসা কোথায় নিবারণ হবে? কিভাবে নিবারণ হবে? তার সমাধানে তিনি বলেন, "আমি তবে বাতুল নহি। আমি যে পিপাসা দেখি, তাহা সত্য-কল্পিত নহে! আমি পিপাসা শুনি, তাহাও সত্য-কল্পনা নহে! ঈশ্বর প্রেম, এ বিশ্বজগৎ প্রেম- পিপাসু।" (পিপাসা)
স্রষ্টার প্রতি তাঁর ভালোবাসা, প্রেম কতখানি গভীর তা এ বাণীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। তিনি স্রষ্টার প্রেমের মাঝে পিপাসা নিবারণের ঠিকানা পেয়েছেন। সৃষ্টির মাঝে পিপাসা নিবারণের ঠাঁই নেই। এ উক্তি আরো প্রমাণ করে, ইলমে মারেফাতের জ্ঞান বেগম রোকেয়াকে আলোকিত করেছিল। পার্থিব চিন্তা খ্যাতি যশে আখেরাতে সুখ পাওয়া যায় না। আল্লাহর প্রেম, ভালোবাসার মধ্যেই ইহকাল-পরকালে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়।
মানব সমাজ গঠনের জন্য আল্লাহ পাক নবী আদমের (আ.) স্ত্রী হিসাবে হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন। উভয় থেকে সৃষ্টি করেছেন অগনন মানুষ। (কুরান) উভয়ের মর্যাদা একই। স্ত্রী কখনও স্বামীর দাসী না, বরং অর্ধাঙ্গী। (হাদিস) দাম্পত্যজীবনে স্ত্রীকে দাসীর মতো ব্যবহার করা ইসলাম সমর্থন করে না। (হাদিস) নারীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে অবতীর্ণ করেছেন, সুরা নিসা ও সুরা মারয়াম। বেগম রোকেয়া এই চিরসত্যকে নারী জাতির সামনে এভাবে উপস্থাপন করেছেন-
"আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে; তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোন অজ্ঞাত কারণবশত মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানাবিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচারী বা সহধর্মিনী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।" (স্ত্রীজাতির অবনতি)
তিনি এ উক্তির মাধ্যমে নারীজাতির অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করেছেন। ইসলাম এটাই সমর্থন করে। তিনি নির্বোধ স্ত্রীজাতি সম্পর্কে বলেন,
"নির্বোধ স্ত্রীলোকের কর্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করে।" (স্ত্রীজাতির অবনতি) ঘুমন্ত নারীজাতিকে তিনি সমাজের অন্ধকার থেকে এভাবে বের করতে চেয়েছেন। পরিবারে স্ত্রীর ভূমিকা কী হতে পারে? তার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি নারীকে পরিশ্রমী হতে বলেছেন। শুধু ঘরের কাজে নয় সমাজেরও কাজ করতে বলেছেন। আর ইসলামও এটা সমর্থন করে। ইসলামে নরনারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ। (হাদিস) অথচ বাঙালি মুসলিম নারী সমাজে এর উল্টা রীতি প্রচলিত। তিনি নারীজাতিকে এ অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের আলোয় আহ্বান করেছেন। তিনি বলেছেন,
"স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে তাঁহারা 'স্ত্রীশিক্ষা' শব্দ শুনিলেই 'শিক্ষার কুফলের' একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারির ঐ 'শিক্ষার' ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে 'স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার! আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকরি লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকরি গ্রহণ অসম্ভব সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।" (স্ত্রীজাতির অবনতি)
এভাবে বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। মুসলিম নারীকে জ্ঞানের তরীতে জীবন পাড়ি দিতে বলেছেন। তাঁদেরকে অলস হয়ে ঘরে বসে থাকতে নিষেধ করেছেন। তাঁদেরকে চাকরি-ব্যবসা সব করতে বলেছেন। তিনি বলেন,
"উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?" (স্ত্রীজাতির অবনতি)
তিনি এক্ষেত্রে নারীজাতিকে তাঁদের গৌরবগাথাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "এবং এমন একদিন ছিল, যখন অন্যান্য দেশের মুসলমানসমাজে 'স্ত্রীদার্শনিক, স্ত্রীঐতিহাসিক, স্ত্রীবৈজ্ঞানিক, স্ত্রীবক্তা, স্ত্রীচিকিৎসক, স্ত্রীরাজনীতিবিদ' প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল বঙ্গীয় মোসলেমসমাজের ওরূপ রমণীরত নাই।" (স্ত্রীজাতির অবনতি) তিনি নারীজাতিকে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজের কাজ করতে বলেছেন। কেননা তারাও সমাজের অঙ্গ। ইসলামও এটাই সমর্থন করে। নারী সাহাবিগণ ব্যবসা করতো, মাঠে কাজ করত, শিক্ষিতগণ জ্ঞান বিতরণ করতেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে দুই জেলার নাম বদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে

মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর শহরে মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে শনিবার ঔরঙ্গাবাদ এবং ওসমানাবাদ জেলার নাম পরিবর্তন করলেন।
একনাথ শিন্ডে ঔরঙ্গাবাদ এবং ওসমানাবাদ জেলার নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর এবং ধারাশিব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ঔরঙ্গাবাদ এবং ওসমানাবাদ তহসিলের নাম এবং বিভাগীয় ও উপ-বিভাগীয় অফিসগুলির নাম ছত্রপতি সম্ভাজিনগর এবং ধারাশিবের নামে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর একনাথ শিন্ডে ঔরঙ্গাবাদ ও ওসমানাবাদ শহরের নাম বদলে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর ও ধারাশিব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শনিবার থেকে শিবসেনা (শিন্দে গোষ্ঠী), ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী) সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠক হচ্ছে ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে।
এই বৈঠকের আগেই মুখ্যমন্ত্রী গেজেট প্রকাশ করে দুই জেলার নাম পরিবর্তন করেছেন।
সরকার যে গেজেট প্রকাশ্যে এনেছে সেখানে এখন থেকে ঔরঙ্গাবাদ জেলাকে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর জেলা হিসাবে, ঔরঙ্গাবাদ মহকুমাকে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর মহকুমা হিসেবে, ঔরঙ্গাবাদ তহসিলকে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর তহসিল হিসাবে এবং ঔরঙ্গাবাদ গ্রামকে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর গ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হবে। ওসমানাবাদ জেলাকে ধারাশিব জেলা, ওসমানাবাদ মহকুমাকে ধারাশিব মহকুমা, ওসমানাবাদ তহসিলকে ধারাশিব তহসিল এবং ওসমানাবাদ গ্রামকে ধারাশিব গ্রাম হিসাবে নামকরণ করা হবে।

বাকুঁড়ায় হিন্দি দিবস পালন

বাঁকুড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মহাসমারোহে বাঁকুড়ায় পালিত হল হিন্দি দিবস। শনিবার মধ্যাহ্নে বাঁকুড়া গোয়েঙ্কা বিদ্যায়তনে রাষ্ট্র ভাষা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পরিষদের শিক্ষন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্র গান পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।এই উপলক্ষে আয়োজিত শ্রুতি লিখন, কবিতা পাঠ, ও সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতায় প্রথম তিন স্থানাধিকারিকে পুরস্কৃত করা হয়।
অনুষ্ঠানে বিশিষ্ঠ সমাজসেবী দেবেন্দ্র আগরওয়াল, কৈলাস খাণ্ডেলওয়াল, বাঁকুড়া অনুশীলন সমিতির সম্পাদক প্রদীপ নাগ, পরিষদের সদস্য ভাস্কর সিনহা, কার্যকরী সদস্য কেশব মোদী, দুর্গা প্রসাদ পোদ্দার, পবন ড্রোলিয়া, বজরং শর্মা, এবং হিন্দি শিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান অধ্যাপক অশোক কুমার দানা উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি দেবেন্দ্র আগরওয়াল রাষ্ট্র ভাষা প্রসারে রাষ্ট্রভাষা পরিষদকে সর্বতোভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি প্রদীপ নাগ হিন্দি ভাষায় অনুদিত রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন।

মালদায় এবার থেকে ১০ মিনিট দাঁড়াবে আগরতলা রাজধানী এক্সপ্রেস

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আগরতলা থেকে দিল্লিগামী একটি রাজধানী এক্সপ্রেস এ বার থেকে মালদা টাউন স্টেশনে থামবে। বিজেপির তরফে এমন প্রচারই করা হচ্ছে এলাকায়।
ঘটনাচক্রে, রবিবার সকাল ৯টায় রেলের তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়েছে মালদা স্টেশনে। তবে কী বিষয়ে ওই বৈঠক, তা নিয়ে রেল কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। বিজেপির একটি সূত্রের দাবি, রাজধানী এক্সপ্রেসের কথা ঘোষণা করতেই রেল ওই বৈঠক ডেকেছে।
দীর্ঘ দিন ধরেই মালদার মানুষ দিল্লি যাওয়ার জন্য রাজধানী এক্সপ্রেসের দাবি ছিল। আগরতলা-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসটি এত দিন বাংলায় ঢুকে কেবলমাত্র নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে দাঁড়াত। তার পরে আবার দাঁড়াত বিহারের কাটিহার জংশনে। মালদা থেকে দিল্লি যাওয়ার অন্য কয়েকটি ট্রেন আছে অবশ্য। কিন্তু তাতে সময় বেশি লাগে। তাই রাজধানীর মতো দ্রুতগামী ট্রেনের দাবি অনেক দিন ধরেই জানিয়ে আসছিলেন মালদাবাসী। তাঁদের ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মমতা-বিক্রমাসিংঘের কথা, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে বিদেশ মন্ত্রকে নালিশ তৃণমূলের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংঘের 'কাল্পনিক' কথোপকথন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তা নিয়ে এ বার বিদেশ মন্ত্রককে নালিশ জানাল তৃণমূল।
স্পেন যাওয়ার পথে গত বুধবার দুবাই বিমানবন্দরের লাউঞ্জে হঠাৎই দেখা হয়ে গিয়েছিল বিক্রমসিঙ্ঘের। দু'জনে পরস্পরের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন। চলতি বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মলনে বিক্রমাসিংঘেকে আমন্ত্রণ জানান মমতা। পড়শি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানও মমতাকে আমন্ত্রণ জানান।
সেই সঙ্গে বিক্রমাসিংঘে মমতার উদ্দেশে বলেন, ''আপনি কি বিরোধী জোটকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন?'' জবাবে মমতাকে বলতে শোনা যায়, ''ওহ মাই গড!''
শুভেন্দুবাবু ওই কথোপকথনকেই কিছুটা নেতিবাচকভাবে লেখেন এক্স হ্যান্ডলে। চিত্রনাট্যের মতো করে শুভেন্দু লিখেছিলেন, মমতার উদ্দেশে বিক্রমসিঙ্ঘে বলেছেন, ''আপনি কি আপনার রাজ্যকে অর্থনৈতিক সংকটের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন? যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছে শ্রীলঙ্কা!'' পাল্টা মমতার ভাষ্যে বিরোধী দলনেতা লেখেন, ''আপনি যদি দিক নির্দেশ করেন তাহলে আমি বাজার থেকে আরও টাকা ধার নিতে পারি। আমি আপনাকে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মলনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'' রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করকে চিঠি লিখে শুভেন্দুকে 'সেন্সর' করার দাবি জানিয়েছেন।

'আয়ুষ্মান ভব'' প্রচারাভিযান পিএম—জেএওয়াই সম্পর্কে দৃষ্টি দেবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ''আয়ুষ্মান ভব'' প্রচারাভিযান প্রধান মন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (পিএম---জেএওয়াই) সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়ার একটি নিবন্ধের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ''আয়ুষ্মান ভব'' প্রচারাভিযান দুর্দান্ত কাজ করবে। পিএম---জেএওয়াই সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবে, স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট আইডি তৈরি করবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান করবে।গ্রামগুলির পাশাপাশি শহুরে ওয়ার্ডগুলিতে স্বাস্থ্য সমস্যাসমূহের পরিষেবা দূর্দান্তভাবে পালন করবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডভিয়ার এক্স-এ একটি পোস্ট শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী এই কথাগুলি উল্লেখ করেন।
মোদী লেখেন, স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট আইডি তৈরি করা এবং গ্রামের পাশাপাশি শহুরে ওয়ার্ডগুলিতে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উপর দৃষ্টি দেওয়া হবে।

অসমের পাঁচ শিল্পীকে সংগীত নাটক অকাদেমি

নয়াদিল্লি (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের পাঁচ শিল্পীকে সংগীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। আজ নয়াদিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় অসম সহ দেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের সংগীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করবেন।
অসমের যে পাঁচ শিল্পীকে সংগীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার প্রদান হবে তাঁরা যথাক্রমে সত্রীয়া শিল্পী হরিবায়ন বরবরা, ওজাপালি শিল্পী ধর্মেশ্বর নাথ, বেহালা বাদক মিনতি খাউন্দ, সত্রীয়া শিল্পী গুরুপ্রসাদ ওজা এবং লোকসংগীত শিল্পী মাখনচন্দ্র বরা।

বিরোধীদের জোট ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ, মানুষ কখনও তা বরদাস্ত করবে না : অনুরাগ ঠাকুর

বিলাসপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিরোধীদের 'আইএনডিআইএ' জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। অনুরাগের মতে, বিরোধীদের জোট ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ, মানুষ কখনও তা বরদাস্ত করবে না।
শনিবার ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'তাঁরা সংবিধানের অবমাননা করতে চায়, মিডিয়ার কণ্ঠস্বরকে দমন করতে চায়, সনাতন ধর্মকে শেষ করতে চায়... আইএনডিআইএ জোটের নেতারা অহংকারে ভরা, জনগণ তাদের মেনে নেবে না।'

চোপড়ায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জের এলাকায় চলল গুলি, মাথা ফাটল ৩ শ্রমিকের

চোপড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমডাঙ্গি এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জের মাথা ফাটল তিন শ্রমিকের। এলাকায় চলল গুলি। শনিবার ঘটনাটি ঘটে।
জানা গিয়েছে, রেললাইনে পাথর সরানোর কাজ করানো নিয়ে তৃণমূলের দু'পক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। অভিযোগ, এদিন সকালে এক পক্ষ কাজে বের হলে অন্য পক্ষের লোকজন শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। ঘটনায় জখম হন পাঁচ শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। বাকি দুইজনের আঘাত গুরুতর না হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিন ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে।

প্রধানমন্ত্রীর পদ খালি নেই, সেখানে ফের একবার মোদীজিই বসবেন : অমিত শাহ

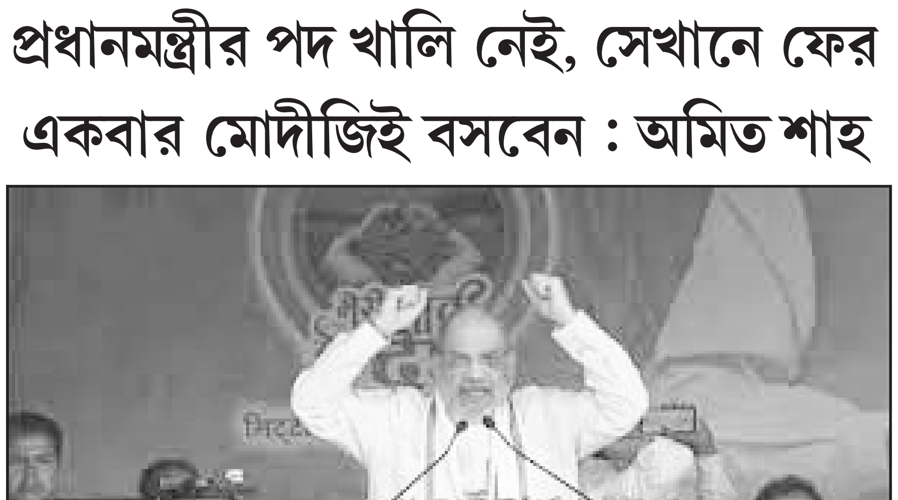

মধুবনী, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): লালুপ্রসাদ ও নীতীশ কুমারকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার বিহারের মধুবনীর ঝঞ্ঝারপুরের এক জনসভা থেকে অমিত শাহ বলেছেন, '২০২৪ সালে নির্বাচন আসছে। আমি বিহারের জনগণকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, ২০১৪ সালে আপনারা ৪০ শতাংশ ভোট এবং ৩১টি আসন দিয়ে মোদীজিকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন। ২০১৯ সালেও আপনারা ৫৩ শতাংশ ভোট এবং ৩৯টি আসন দিয়ে মোদীজিকে আবার প্রধানমন্ত্রী করেছেন।
লালু ও নীতীশকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'এই জোট স্বার্থপরতার জোট। লালুজি নিজের ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান এবং নীতীশজি প্রতিবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে চান। নীতীশবাবু, প্রধানমন্ত্রীর পদ খালি নয়, সেখানে আবার বসবেন নরেন্দ্র মোদীজি।' বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে দাবি করে অমিত শাহ বলেছেন, 'বিহারে লালু-নীতীশের সরকার চলছে। কিন্তু অপহরণ, গুলি, লুটপাট, সাংবাদিক ও দলিত হত্যার ঘটনা প্রতিদিনই বাড়ছে।'

বেঙ্গালুরু জাল নোট মামলায় ষষ্ঠ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল এনআইএ-র বিশেষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : এনআইএ-র বিশেষ আদালত বেঙ্গালুরু জাল নোট মামলার ষষ্ঠ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল। এনআইএ আদালত, শনিবার বাংলাদেশ থেকে কর্ণাটক হয়ে ভারতে বিপুল পরিমাণ উচ্চ মানের জালনোট পাচারে জড়িত এক মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

গোলাঘাটে খাদ্যে বিষক্রিয়া, অসুস্থ শিশু সহ ১০, ভরতি হাসপাতালে

গোলাঘাট (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত শালিকিহাটের বকতিয়ালে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে শিশু সহ ১০ জন অসুস্থ হয়েছেন। অসুস্থ সবাইকে গোলাঘাটে শহিদ কুশল কোঁওর অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, খাদ্য বিষক্রিয়ায় অসুস্থ সবাই বিপণ্মুক্ত।
জানা গেছে, গ্রামের এক বাড়িতে আদ্যশ্রাদ্ধের জলপান খাবার খেয়ে তারা অসুস্থ হয়েছেন। ওই খাবার খেয়ে দাস্ত ও বমি শুরু হয় তাদের। সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলা সদর গোলাঘাটে অবস্থিত শহিদ কুশল কোঁওর অসামরিক হাসপাতালে।
চিকিৎসাধীনরা যথাক্রমে তরাদৈ শইকিয়া, ধীরেন শইকিয়া, পম্পি শইকিয়া, যোগেন শইকিয়া, পূর্ণিমা শইকিয়া সহ মোট ১০ জন। তাদের চিকিৎসা চলছে।

কাঙ্কের: আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত যাত্রীবাহী বাস, রক্ষা পেল যাত্রীরা

কাঙ্কের, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ছত্তিশগড়ের তাডোকি থানা এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাস আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও সুরক্ষিত রয়েছে বাসটির যাত্রীরা।
ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে রামকৃষ্ণ মিশন হোস্টেল থেকে ১৭টি শিশু এবং ২ জন শিক্ষক সহ ২১ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি নারায়ণপুর থেকে বিলাসপুরে যাচ্ছিল। বাসটি যখন কাঙ্কের জেলার তাডোকি থানার কাছে পৌঁছেছিল, তখন টহলরত জওয়ানরা বাসের টায়ারে আগুনের ফুলকি দেখতে পান। তৎক্ষণাৎ থানার ইনচার্জ অমিত পদ্মশালীকে খবর দেন। স্টেশন ইনচার্জ দেরি না করে বাসটিকে ধাওয়া করে প্রায় ১ কিলোমিটার পর থামিয়ে দেন। বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। তাডোকি থানার পুলিশ স্টেশন ইনচার্জ অমিত পদ্মশালী বলেন, বাসের টায়ারে আগুনের ফুলকি দেখে টাকোডি থানা এলাকায় টহলরত জওয়ান তাকে খবর দেন, এরপর বাসটি থামানো হয়। পুলিশ সদস্যদের সতর্কতার কারণে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে, বাসের সব যাত্রী নিরাপদে আছেন।

২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শ্রীমদ ভাগবত কথা জ্ঞানযজ্ঞ

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কলকাতা ভিত্তিক সামাজিক সংগঠন শ্রী ডিডওয়ানা নাগরিক সভা তার প্রতিষ্ঠার ৭০তম বছরে প্লাটিনাম জয়ন্তী মহোৎসবের অংশ হিসাবে হাওড়ার বাঁধাঘাট-সালকিয়ায় অবস্থিত নতুন মন্দিরের প্রাঙ্গণে 'শ্রীমদ ভাগবত কথা জ্ঞানযজ্ঞ' আয়োজন করতে চলেছে।
অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে সংগঠনের সভাপতি অরুণ প্রকাশ মাল্লাওয়াত জানান, প্রতিষ্ঠার গৌরবময় ৭০তম বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীমদ ভাগবত কথা জ্ঞানযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে।
পতিত-পাবনী, পুণ্য সলিলা ভগবতী, গঙ্গার তীরে অবস্থিত শেঠ বংশীধর জালান স্মৃতি মন্দির, বাঁধাঘাট-সালকিয়ায় প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই কথকতা চলবে। পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী গোবিন্দ দেব গিরি মহারাজ(কোষাধ্যক্ষ: জন্মভূমি ট্রাস্ট)-এর কৃপাধন্য শিষ্য হরিশ তিওয়ারি মঞ্চে বসবেন এবং তার শক্তিশালী কণ্ঠে আপনাকে গল্পের স্বাদ দেবেন। অভিবাসী ভামাশাহ নাগোরি পরিবার শ্রীমদ ভাগবত গল্পের প্রধান যজমান। ওম প্রকাশ বাঙ্গার, রাজগোপাল পসারি, ঈশ্বর ধ্যাওয়ালা, দীনেশ ভারুকা, ডাঃ শ্রীবল্লভ নাগোরি, দেবেন্দ্র বাঙ্গার, সম্পত মান্ধনা সহ প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যকর্তারা অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে ব্যস্ত।

রাঁচিতে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ৬

রাঁচি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে রাঁচিতে ৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের সবাইকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
শনিবার লালপুর থানার অন্তর্গত করমতলীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ছয়জন গুরুতর আহত হন। উভয় পক্ষ লাঠি, তলোয়ার ও কুড়ুল দিয়ে একে অপরের ওপর চরাও হয়। মারপিঠ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে ৬ জন ব্যক্তি আহত হন। আহতদের সবাইকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশের এক আধিকারিক আদিকান্ত মাহাতো জানিয়েছেন, শনিবার জমি সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। ঘটনায় আহত হয়েছে ছয়জন ব্যক্তি। প্রাথমিক তদন্তে বিষয়টি জমি সংক্রান্ত বিরোধ বলে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে শহরের ডিএসপি দীপক কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন।

চোট অক্ষরের, কলম্বোয় ডাক পড়ল ওয়াশিংটন সুন্দরের

মুম্বাই, ১৬ সেপ্টেম্বর(হি.স.): গতকাল বাংলাদেশ ম্যাচে চোট পাওয়ায় অক্ষর প্যাটেলের ফাইনালে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অক্ষরের চোটের কারণেই ভারত থেকে ওয়াশিংটন সুন্দরকে ডেকে পাঠিয়েছে ভারতীয় টিম।
জানা গিয়েছে অক্ষর প্যাটেল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একাধিক চোট পেয়েছেন।
বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে অবশ্য অক্ষর প্যাটেলের চোট নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। তবে তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না টিম ম্যানেজমেন্ট। তাই তড়িঘড়ি ভারত থেকে ওয়াশিংটন সুন্দরকে ডেকে পাঠিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু ট্রেন থেকে পড়ে আহত যুবকের

বেগুসরাই, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিহারের বারাউনি-সমস্তিপুর রেলপথের বাছওয়াদা স্টেশনের কাছে শুক্রবার ট্রেন থেকে পড়ে আহত হন এক যুবক। শনিবার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যায়। মৃতের পকেটে পাওয়া আধার কার্ড অনুসারে তিনি পূর্ণিয়া জেলার নিপানিয়া গ্রামের নয়া বাগওয়া টোলার বাসিন্দা বীরবল কুমার।
পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে এবং আধার কার্ড অনুযায়ী তার পরিবারকে জানানোর জন্য পূর্ণিয়া পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

নিয়ম মেনে ডায়েট করছেন খিদে পেলেও খেতে পারছেন না? কোনও লাভ হচ্ছে?

বাড়িতে থাকলে বুঝেশুনে, মেপে খাবার খাওয়া যায়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বা বাড়ির বাইরে থাকলে ঘড়ি ধরে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া প্রায় অসম্ভব। চিরাচরিত ১০টা-৫টার ছকে বাঁধা অফিস জীবন তো এখন আর নেই। অফিসে ঢোকার সময় নির্দিষ্ট থাকলেও বেরোনোর সময় ঠিক থাকে না। ফলে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় খাওয়াদাওয়া নিয়ে। তার উপর সামনে পুজো। তাই নিজে যতই ডালিয়া, ওট আনুন না কেন, পাশে বসা সহকর্মীটি রোজই এমন লোভনীয় কিছু পদ রান্না করে আনেন যে মুখ ঘুরিয়ে থাকা যায় না। ফলে খাবারের বিষয়ে অস্বাস্থ্যকর এবং অনিয়ম দুই-ই সমান তালে চলতে থাকে। কিন্তু রুটিন মেনে খাবেন বলে কাজ বন্ধ রাখা যাবে না। আবার কাজ করবেন বলে না খেয়ে দিন কাটানোও খুব একটা ভাল উপায় নয়। তাই সুস্থ থাকতে কাজ এবং শরীরের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কখন কী খাবেন তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।

১) পর্যাপ্ত জল

দিনের শুরু থেকেই শরীরে জলের জোগান দিয়ে যেতে হবে। অনেকেই ঈষদুষ্ণ জল খেয়ে দিন শুরু করেন। তা নিঃসন্দেহে ভাল অভ্যাস। তবে এখানে এই অভ্যাস জারি রাখতে হবে গোটা দিন ধরেই। ত্বক, চুলের স্বাস্থ্য থেকে পেটের গোলমাল সবই আয়ত্তে থাকবে।

২) স্বাস্থ্যকর নাস্তা

বাইরের ভাজাভুজি খাবেন না বলে বাড়ি থেকে সেই যে খেয়ে বেরোলেন, তার পর আর কিছু মুখে তুললেন না। এই অভ্যাসে শরীর উল্টে খারাপ হবে। তার চেয়ে বরং কাজের টেবিলে বাদাম, মাখনা, খেজুর, নানা ধরনের বীজ রাখা যেতে পারে। কাজের ফাঁকে টুকটাক মুখ চালাতে কাজে লাগবে।

৩) ক্যাফিন

পুজোর আগে সব জায়গাতেই কাজের চাপ থাকে। একার কাঁধে এত দায়িত্ব নিতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েন অনেকেই। মনে হয় কফি, চা খেলে একটু আরাম মিলতে পারে। কাজে গতি আসতে পারে। আসেও তাই। তবে বেশি মাত্রায় ক্যাফিন খেয়ে ফেললে কিন্তু অ্যাসিডিটির সমস্যা বেড়ে যেতে পারে।

ডায়াবিটিস মানেই অর্ধেক খাবার বাদ!

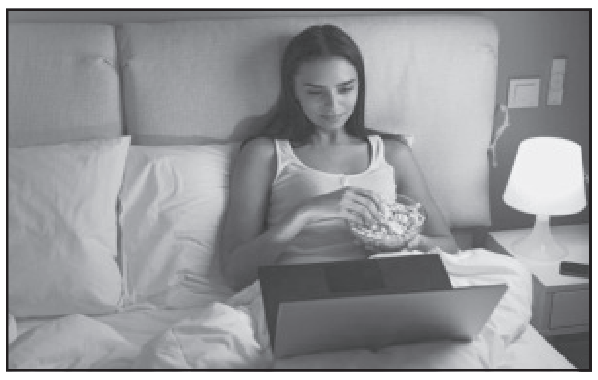

ডায়াবিটিস আছে? কার যে এখন ডায়াবিটিস নেই, তা খুঁজতে গী উজাড় হয়ে যাওয়ার জোগাড়। শরীরচর্চায় অনীহা, ফাস্টফুড খাওয়ার প্রবণতা, ধূমপান, মদ্যপান, মানসিক চাপ রক্তে শর্করার মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে। বয়স ৩০-এর কাছাকাছি পৌঁছলেই পছন্দের প্রায় সব খাবার খাওয়া বারণ হয়ে যাচ্ছে। ছোটরাও যে এই তালিকার বাইরে, তেমনটা কিন্তু নয়। খেলাধুলো না করা প্রক্রিয়াজাত মুখরোচক ভাজা খাবার, নরম পানীয় খাওয়ার প্রতি ঝোঁক অল্প বয়সে টাইপ-২ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে। স্বাভাবিক ভাবেই যে সব খাবারে কার্বোহাইড্রেট বা ক্যালোরির পরিমাণ বেশি সেই সব খাবার খেতে বারণ করছেন পুষ্টিবিদেরা। তবে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলেও পরিমিত পরিমাণে ভাত, রুটি খেতে বলেন পুষ্টিবিদেরা। কিন্তু টুকটাক খিদে পেলে বা রাতে সিরিজ দেখতে দেখতে মুখ চালাতে ইচ্ছা হলে কী কী খাবার খাওয়া যেতে পারে?

১) একমুঠো বাদাম

কাঠবাদাম, আখরোট, চিনাবাদাম, সামান্য কাজু এবং পেস্তাবাদাম একসঙ্গে মিশিয়ে একমুঠো খাওয়া যেতে পারে। সামান্য খিদে মেটানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের জোগান দিতে পারে বাদাম।

২) সেদ্ধ ডিম

প্রোটিনের অন্যতম সেরা উত হল ডিম। অথচ কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ নেই বললেই চলে। দু'টি আটার বিস্কুটের সঙ্গে যদি একটি সেদ্ধ ডিম খেলে পেট ভর্তি থাকে, আবার রক্তে শর্করার পরিমাণও বেড়ে যায় না।

৩) আটার বিস্কুট বিস্কুট, কুকিজ সাধারণ ময়দা থেকেই তৈরি হয়। ময়দায় ট্রান্স ফ্যাট বেশি, ফাইবার কম। তাই এই ধরনের খাবার বেশি খাওয়া মোটেই ভাল নয়। তবে গমের আটা বা মিলেটের আটা দিয়ে তৈরি বিস্কুট, কুকিজ খেলে তেমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

৪) ভুট্টার খই

মাখন, চিজ বা ক্যারামেল দেওয়া ভুট্টার খই খেতে ভাল লাগে। কিন্তু তা ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য মোটেই ভাল নয়। তবে শুকনো বালিতে ভাজা পপকর্ন খাওয়া যায় অনায়াসে।

৫) শুকনো খোলায় ভাজা ছোলা ছোলায় প্রোটিন এবং ফাইবারের পরিমাণ বেশি। সিরিজ দেখতে দেখতে চিপ্স, নাচোস, চকোলেটের পরিবর্তে ভাজা ছোলা খাওয়া যেতেই পারে।

বয়ঃসন্ধিতে ত্বক ও চুলের যত্ন

"বয়ঃসন্ধি নূপুর হয়ে বেজে উঠছে সারা শরীর জুড়ে..."

রাকার বয়স সবে চোদ্দো। অথচ গালভর্তি ব্রণ। বন্ধু মহলে, বিয়েবাড়িতে যেতে অস্বস্তিতে ভোগে সে। অন্য দিকে সদ্য কলেজ যেতে শুরু করেছে ঋজু। ছোটবেলায় মাথা ভর্তি চুল থাকলেও এখন ক্রমশ তা পাতলা হয়ে যাচ্ছে। অযত্নই কি তার একমাত্র কারণ? সোহিনীর সমস্যা আবার অন্য।

ষোলো-সতেরো বছর বয়স থেকেই ঠোঁটের উপরে, চিবুক, থুতনিতে রোমের আধিক্য দেখা দিয়েছে। এখনই তাকে নিয়মিত থ্রেডিং করাতে হচ্ছে। কিন্তু এ সমস্যার কারণ আদতে কী?

ত্বক বিশেষজ্ঞ ডা. সন্দীপন ধর বললেন, "আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত এ ধরনের সমস্যায় ভুগছে এমন ছেলে, মেয়ের সংখ্যা অনেক। মূলত বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই এ সব সমস্যার সূত্রপাত হয়। বয়ঃসন্ধি আদতে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিশুর শরীর একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে রূপান্তরিত হয়, প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে সাধারণত বয়ঃসন্ধি ৯-১৪ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে তা ১০-১৭ বছর। শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তরণের এই সময়ে উভয়েরই শারীরিক কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই সময় মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস ও পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে "গ্রোথ হরমোন" নামক এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ নিঃসরণ হয়, যার প্রভাবে ছেলেদের অণ্ডকোষ ও মেয়েদের ডিম্বাশয়ের পরিবর্তন হয়। তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন নামক হরমোন তৈরি শুরু হয়। ছেলে ও মেয়েদের লিঙ্গবৈষম্য শরীরে ফুটে উঠতে শুরু করে।"

এ সময় শরীর দ্রুত বদলায়। ছেলেদের মাংসপেশি দৃঢ় হয়, গোঁফ-দাড়ি গজায়। অন্য দিকে, মেয়েদেরও স্তন, নিতম্ব আকারে বাড়ে, ভারী হয়, ঋতুস্রাব শুরু হয়। ছেলে, মেয়ে উভয়েরই উচ্চতা বাড়ে, কণ্ঠস্বরের বদল ঘটে। শরীরের নানা অঙ্গে গজায় রোম। শারীরিক এই বদল কিন্তু মানসিক ভাবেও তাদের বদলে দেয় বেশ খানিকটা। মনে অনেক রকম প্রশ্ন, ভয়-ভীতি, উদ্বেগের সঞ্চার করে। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার আগ্রহ যেমন বাড়ে, তেমনই নানা রকম মানসিক ও শারীরিক সমস্যার সূত্রপাতও কিন্তু এ সময় থেকেই হয়।

বয়ঃসন্ধির সাধারণ সমস্যাসমূহ

ব্রণর সমস্যা বয়ঃসন্ধি কালের শারীরিক সমস্যার মধ্যে অন্যতম হল ব্রণ। ছেলে-মেয়ে উভয়ের মধ্যেই এই সমস্যা দেখা দেয়। ৯-১০ বছর বয়স থেকে শুরু হয়ে এই সমস্যা চলতে পারে প্রায় ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত। অ্যাড্রিনাল বা ওভারি থেকে নির্গত অ্যান্ড্রোজেন হরমোন এর মূল কারণ। মানবদেহের উপরিভাগে বিশেষত মুখ, পিঠ, গলায় থাকে সিবেসিয়াস গ্রন্থি। বয়ঃসন্ধিকালে অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের প্রভাবে সিবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত নির্যাস নির্গত হয়। ত্বকে থাকা হেয়ার ফলিকলের সংস্পর্শে সেই সিবেসিয়াস নির্যাস এলে ত্বকের অভ্যন্তরে বাসা বাঁধে প্রপিয়োনি ব্যাকটেরিয়াম অ্যাকনিস। এ কারণেই একে পাইলো সিবেসিয়াস অ্যাপারেটাস বলা হয়। তার থেকেই ছেলে, মেয়ে উভয়ের নরম চামড়া ভেদ করে ফুসকুড়ি বা ব্রণ উঠতে থাকে। পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজ অর্থাৎপিসিওডির কারণেও মেয়েদের ব্রণ বেশি হয়। ডা. ধরের কথায়, পৃথিবীতে ব্রণ প্রায় সবারই হয়। আপাত ভাবে সাধারণ সমস্যা হলেও, কিছু সময় ব্রণ খুব গুরুতর আকার ধারণ করে। ছেলে, মেয়ে উভয়ের হলেও, মেয়েদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে এই সমস্যা বেশি হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে অনেক সময় মেয়েদের গুরুতর ব্রণর সমস্যা জিনগত কারণেও হয়।

সমাধান জীবনযাপনে বদল এই সমস্যা থেকে অনেকাংশে মুক্তি দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে জাঙ্ক ফুড, প্রিজারভেটিভ যুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। পাশাপাশি দিনে অন্তত বার চারেক জল দিয়ে ভাল করে মুখ ধোওয়া প্রয়োজন। এতে ব্রণর সম্ভাবনা কমবে।

খুব বেশি মিষ্টি খেলে শরীরে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেড়ে যায়, যা অ্যান্ড্রোজেন হরমোন নিঃসরণ বাড়ায়, সঙ্গে ব্রণও। তাই ব্রণর সমস্যা থাকলে, মিষ্টি একটু বুঝে খাওয়াই ভাল।

ব্রণর প্রাথমিক পর্যায়ে ত্বকে হালকা লালচে ভাব, গুটিগুটি দেখা দেয়। কখনও রোদ লাগলে ত্বক লাল হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও থাকে। তাই রোদে বেরোলে সানস্ক্রিন ব্যবহার জরুরি। ডা. ধর বলছেন, পাঁচ বছরের উপর যে কোনও বাচ্চাই সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে পারে। তবে বাজারচলতি সানস্ক্রিন নয়, বাচ্চাদের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত ঔষধ কোম্পানির সানস্ক্রিন বেছে নেওয়া উচিত।

ফেসওয়াশ ব্যবহার জরুরি নয়। তবে করলে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির তৈরি অয়েলফ্রি ফেসওয়াশ ব্যবহার করাই ভাল। সন্দীপনের মতে, "বাজারচলতি কেমিক্যাল ফেসওয়াশ কিন্তু ব্রণর জন্য কার্যকর নয়।"

রাতে এসিতে শোয়ার অভ্যাস থাকলে ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যেতে পারে, যা ব্রণর পক্ষে ক্ষতিকর। তাই রাতে শোয়ার আগে অবশ্যই ক্রিম বা ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরি। সে ক্ষেত্রেও ওষুধ কোম্পানির তৈরি কম তৈলাক্ত ময়শ্চারাইজার বেছে নিতে হবে। অতিরিক্ত ব্রণর সমস্যায় অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়।

অতিরিক্ত রোমের সমস্যা

একে হারসুটিজমও বলা হয়। বয়ঃসন্ধির সময়ে ধীরে ধীরে ছেলেদের দাড়ি গোঁফ গজায়। মেয়েদের ক্ষেত্রেও ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে শরীরের নানা অংশে রোমের প্রাধান্য দেখা যায়। সমস্যা হয়, যখন ছেলেদের মতো মেয়েদেরও ঠোঁটের উপরে, কানের লতিতে, গালে অতিরিক্ত রোম দেখা দেয়। ডা. ধর বললেন, "শরীরে হরমোনের তারতম্যের কারণে এ রকম হতে পারে। তা ছাড়া, পিসিওডির সমস্যার বহিঃপ্রকাশও অনেক সময়েই এই রোম। এই সমস্যা মুখের পাশাপাশি শরীরের কিছু অংশে হতে পারে। একে তখন হাইপার ট্রাইপসিস বলা হয়। তবে শতকরা পনেরো জনের শরীরে কিন্তু কোনও সমস্যা থাকে না। একে ইডিয়োপ্যাথিক হারসুটিজম বলা হয়। এখানেও জিনের ভূমিকা রয়েছে।"

ছিল সাহেবদের খানা, কিন্তু লোকে জানে বাঙালি রান্না বলেই, কী সেই পদ?

প্রায় সব বাঙালি রেস্তরাঁর মেনু কার্ডেই মুরগির বিশেষ একটি পদ দেখা যায় ইদানীং। ডাকবাংলো চিকেন। যা আসলে বিদেশি একটি রান্না। ভারতে তখন ব্রিটিশ-রাজ। সেই সময় থেকেই দেশে বিশেষ এই রান্নার চল ছিল বলে জানা যায়। ভারতীয় বিভিন্ন মশলা দিয়েই মুরগির মাংসের মুখরোচক এই পদটি রাঁধতেন তাঁরা।

ডাকবাংলো নামটির উত কী? ডাকবাংলো চিকেনে "ডাক" শব্দটির উত্পত্তি পোস্টাল ব্যবস্থা থেকে। দেশে ব্রিটিশদের রাজত্ব চলাকালীন দেখাশোনা করার জন্যে আধিকারিকদের দেশের নানা প্রান্তের প্রত্যন্ত গ্রামে নিযুক্ত করা হত। তাঁদের থাকার জন্যে সার্কিট হাউজ বা বাংলোর ব্যবস্থা থাকত। তবে খাবারের খুব ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। তাঁদের দেখাশোনা করার ভার গিয়ে পড়ত স্থানীয়দের উপর। গ্রামের লোকের হাতে রাঁধা নামহীন মুরগির পদই ক্রমে বিখ্যাত হতে শুরু করে "ডাকবাংলো চিকেন" নামে। এই রান্নায় বিদেশি প্রভাব থাকলেও বাঙালি ছোঁয়া একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। যা মুরগির মাংসের সাধারণ ঝোলকেই অনন্য করে তুলেছে। বাড়িতেই সহজে এই পদ রাঁধার রেসিপি রইল এখানে।

উপকরণ:

মাংস ম্যারিনেট করতে কী কী লাগবে?

মুরগির মাংস: ৫০০ গ্রাম
টক দই: ১ কাপ
আদা-রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: ১ চা চামচ
গরম মশলা: ১ চা চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী

ডাকবাংলো তৈরি করতে কী কী লাগবে?

তেল: ২ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ
টোম্যাটো: আধ কাপ
কাঁচা লঙ্কা: ৩টি
গোটা জিরে: ১ চা চামচ
তেজপাতা: ১টি
লবঙ্গ: ৪-৫টি
ছোট এলাচ: ২-৩টি
দারচিনি: ১ ইঞ্চি
ধনে গুঁড়ো: ১ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
ধনে পাতা: আধ কাপ

প্রণালী:

১) মাংস ভাল করে ধুয়ে নিয়ে সব মশলা এবং টক দই মাখিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে দিন।

২) কড়াইতে তেল গরম হলে তার মধ্যে গোটা জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা এবং গোটা গরম মশলা দিন।

৩) এ বার কেটে রাখা পেঁয়াজ এবং কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন।

৪) এর পর দিন টোম্যাটো কুচি। ভাল করে কষাতে থাকুন। ধনে এবং লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিন।

৫) তেল ছেড়ে এলে এর মধ্যে দিয়ে দিন ম্যারিনেট করা চিকেন।

৬) ১০ থেকে ১৫ মিনিট নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে রাখুন। মাংস সেদ্ধ হওয়ার জন্যে আঁচ একেবারে কমিয়ে দিন।

৭) জল শুকিয়ে এলে উপর থেকে সামান্য গরম জল যোগ করা যেতে পারে।

৮) একেবারে শেষে আরও কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা এবং ধনেপাতা দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মুরগি দিয়েই হোক স্বাদবদল

অফিসে বেরোনোর আগে চটজলদি কিছু বানাতে হলেই হয় মুরগির স্টু আর না হয় চিকেন কষা বানিয়েই ছুটতে হয় তড়িঘড়ি। তবে রোজ রোজ চিকেনের ওই একই পদ খেতে খেতে একঘেয়েমি আসে। চটজলদি বানানো যায়, অথচ স্বাদবদলও হবে চিকেনের এমন একটি রেসিপির খোঁজ করছেন? বানিয়ে ফেলতে পারেন মুর্গ কাসুন্দি। রইল হদিস।

উপকরণ:

মুরগির মাংস: ৫০০ গ্রাম
পোস্ত বাটা: দু'টেবিল চামচ
কাজু-বাদাম বাটা: দু'টেবিল চামচ
নুন ও চিনি: স্বাদ মতো
কাঁচা লঙ্কা বাটা: এক টেবিল চামচ
চেরা কাঁচা লঙ্কা: দু-তিনটি
টক দই: আধ কাপ
কাসুন্দি: তিন-চার টেবিল চামচ
হলুদ গুঁড়ো: এক চা চামচ
সর্ষের তেল: চার টেবিল চামচ

প্রণালী:

একটি পাত্রে মুরগির মাংস নিয়ে তাতে এক এক করে দই, হলুদ গুঁড়ো, নুন আর সামান্য তেল দিয়ে মাখিয়ে ঘণ্টা খানেক রেখে দিন। এ বার একটি কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে ম্যারিনেট করে রাখা মাংস দিয়ে ঢেকে রাখুন কিছু ক্ষণ। মিনিট দশেক পরে ঢাকা খুলে কাজু-পোস্ত বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে স্বাদ মতো নুন আর কাসুন্দি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। ঝোল শুকিয়ে এলে উপর থেকে কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন মুর্গ কাসুন্দি।

পুজোয় বৃষ্টি পড়লেই মটন মস্তিবাজ ভুনা খিচুড়ি

সকাল থেকে বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। খুড়ি, রাত থেকেই! এমন দিন মানেই মনটা কেমন খিচুড়ি-খিচুড়ি করে! তবে ঘ্যান ঘ্যানে এক ঘেয়ে খিচুড়ি নয়, হয়ে যাক মস্তিবাজ ভুনা মটন খিচুড়ি! আজ বলে নয়, পুজোয় একটা মাত্র দিনও বৃষ্টি পড়লে হাঁড়িতে চাপিয়ে দিন এই লা-জবাব খিচুড়ি। রান্নার প্রণালী রইল এখানে, ৪ জনের জন্য বানানো খিচুড়ির

১. ২৫০ গ্রাম হাড় ছাড়া মাংসের বেশ ছোট ছোট টুকরো নিন প্রথমে

২. এক হাতা আদা, রসুন, পেঁয়াজ বাটা, দুটো শুকনো লাল লংকা, ১ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, আধ চামচ চিনি ও গুঁড়ো

৩. কড়ায় ৬ টেবিল চামচ তেল নিন। তেল গরম হতে দিন। আদা, রসুন বাটা এবং লঙ্কার মিশ্রণটা দিয়ে মাংসতে মিলিয়ে কড়ায় কষিয়ে নিন।

এ বার বিস্তারিত

৪. একটা প্যানে সরষের তেল নিন। ৬. তার পর আগে থেকে কষানো মটনের টুকরো গুলি তার ভেতর দিয়ে ফের ভাল করে কষতে থাকুন। স্বাদ মতো নুন দিন তার মধ্যে। তার পর নামিয়ে রাখুন।

৭. অন্য একটা প্যানে দু'কাপ গোবিন্দ ভোগ চাল-মুগ ডাল নিন। সামান্য তেলে ভেজে নিন। ৮. তার পর আরেকটা প্যানে গরম তেলের ভেতর পেঁয়াজ কুঁচি, শুকনো লংকা, ২টি তেজপাতা, গরম মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। ৯. এ বার প্রথমে গ্যাস ওভেনে চড়ানো হাঁড়ির ভেতর ওপরের মশলা-পেস্টটা দিয়ে তার পর সামান্য ভাজা চাল-ডাল ঢালুন। স্বাদ মতো নুন দিন। আর একদম সঠিক পরিমাণ মতো একটু গরম জল মেশান হাঁড়িতে। ফুটিয়ে একদম ঝরঝরে খিচুড়ি তৈরি করুন। ১০. সব শেষে মটনের টুকরো গুলি ওই ঝরঝরে অর্থাতভুনা খিচুড়ির মধ্যে মিশিয়ে সামান্য নাড়ান। গ্যাস ওভেন থেকে নামিয়ে খিচুড়ির ওপর বেরেস্তা বা ঝুরঝুরে পেঁয়াজ ভাজা ছড়িয়ে দিন। ব্যস, আপনার মস্তিবাজ মটন ভুনা খিচুড়ি তৈরি।

দীপক রঞ্জন করের দু'টি কবিতা

'বিশ্বকর্মার কেরামতি'

দেব বিশ্বকর্মা চারটি হাতে
সমান কাজ যে করে
এক টেবিলের চারটি পায়া
চার হাতে তুলে ধরে।

গাড়ির যখন কাজটি করে
চার চাকা একত্রে খুলে
সব চাকায় হাওয়া দেওয়া
এক সাথেই যে চলে।

এক হাতে ইঞ্জিন বাঁধেন
আরেক হাতে গিয়ার
বাকি দুই হাতে ধরেন তিনি
লিভার আর টায়ার।

করাত,বাটুলি,পেরেক,হাতুড়ি
এক সাথেই যে ধরেন
রান্দা করা বান্ধা কাজ
পেরেকে হাতুড়ি মারেন।

একহাতে স্ক্রু ড্রাইভার
অন্য হাতে বোল্ড নাট
একসাথে লাগায় গাড়ির
চার দরজার পাট।

দুহাতে তৈরি করেন
ঘর প্রাসাদ বিল্ডিং
এক সাথে করে থাকেন
দরজা-জানালা ওয়েল্ডিং।

ছেনি,কনি,বেলচা,কোদাল
চার হাতে নিয়ে চলে
সেতু, রাস্তা, বাড়ি নির্মাণ
নিজের বিদ্যা বলে।

খেত খামারে ট্রাক্টর, ড্রজার
সব খানেতেই তিনি,
উনার সেই কর্ম দক্ষতায়
বিশ্ব লোকে চিনি।

চার হাতেই সদাই ব্যস্ত
স্কেল কম্পাস কাগজ-কলমে,
পেইন্টিং,ড্রয়িংটা মেকিং করে
একেবারে হাতে-কলমে।

টিভি,ফ্রিজ,সোলার,কোলার
একসাথে হয় মেরামতি
চারটি হাতে যন্ত্র নিয়েই
দেব শিল্পী বিশ্বকর্মার কেরামতি।

'পুতুল নাচ'

পুতুল নাচ হাতের কাজ
যেমনি নাচায় তেমনি নাচ,
সংলাপ আর অভিনয় যা
সবই সাজানো মনগড়া।

নাচে পুতুল আঙুল ইশারায়
কেবল মালিক নির্দেশনায়,
বোবা পুতুল বলেনা কথা
পুতুল মালিক গায় গাঁথা।

মালিক হাতে সুতোয় বাঁধা
ইঙ্গিতে পুতুল হাসে কাঁদা,
পুতুলে দেখায় অঙ্গ ভঙ্গি
আড়ালে মালিক নিত্য সঙ্গী।

পুরা কালের কাহিনী গল্পে
ফুটিয়ে তুলে পুতুল শিল্পে,
যুদ্ধ ,মিত্রতা,প্রেম নিবেদন
দর্শক পায় বেশ বিনোদন।

পুতুল-সম মানব ও তাই
ঈশ্বরের ইঙ্গিতে নাচি গাই।
মানব জীবন বিধাতার খেলা
পুতুলের মতো অধীনে চলা।

জীবন পথে রঙ্গ শালায়
নেচে যায় নাট্যশালায়,
পড়বে দন্ত পাকবে কেশ
পুতুল নাচের খেলা শেষ।

আজ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শ্রীমন্ত শংকরদেবের ৪৫৫-তম তিরোধান তিথি, শ্রীনাম—কীর্তনে মাতাল অসম

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতির মূল চালিকাশক্তি বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক অসমের আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীমন্ত শংকরদেবের আজ শনিবার ৪৫৫-তম তিরোধান তিথি। এ উপলক্ষ্যে মহাপুরুষের জন্মস্থান নগাঁও জেলার অন্তর্গত বটদ্রবা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত সত্র, নামঘর বৈকুণ্ঠপুরীতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত সব সত্র ও নামঘরে ভক্তপ্রাণ জনতা মহাপুরুষের গুনানুকীর্তনে মাতাল হয়ে পড়েছেন।
গুরু বন্দনায় মুখরিত সত্রনগরী মাজুলির আকাশ-বাতাসও। মাজুলির ভোগপুর, উত্তর কমলাবাড়ি, নতুন কমলাবাড়ি সত্রে চারদিনে নানা কার্যসূচির মাধ্যমে পালিত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের তিরোধান তিথি। মাজুলির ৩৩টি সত্র ও চার শতাধিক নামঘরে আজ শনিবার ভোররাত থেকে চারনাম চৌদ্দ প্রসঙ্গ, খোল-তাল, কীর্তনঘোঁষা, গায়ন-বায়ন, বিহার নৃত্য, ওজাপালি, গুরুদেবের অমর সৃষ্টি ভাওনা, বরগীত ইত্যাদির অমীয় সুরে মুখরিত হয়ে পড়েছে।
আজ প্রথমে দিনের কার্যক্রমে 'চাল ভোজনি থাপনি' হিসেবে মূল তিথি পালন হচ্ছে। আগামীকাল রবিবার উদযাপিত হবে 'ভাঙনী উৎসব''। এদিকে নিম্ন অসমের বরপেটা সত্রেও মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের ৪৫৫-তম তিরোধান তিথি পালন করা হচ্ছে। গুরুদেবের একান্ত শিষ্য মাধবদেবের স্থাপিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বরপেটা সত্রেও সম্পূর্ণ সত্রীয়া রীতি পরম্পরায় শংকরদেবের তিরোধান তিথি মহোৎসব পালিত হচ্ছে।
অনুরূপভাবে গোলাঘাটের শ্রীশ্রী আটখেলিয়া বড়নামঘরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তকুল এসে প্রদীপ প্রজ্বলন ও শরাই (পান-তাম্বুলের অর্ঘ্য) অর্চনা করেছেন। শ্রীশ্রী আটখেলিয়া বড়নামঘরে গতকাল রাত প্রায় ১০টা থেকে শুরু হয়েছে পান-তাম্বুলের অর্ঘ্য প্রদান।
অন্যদিকে ভক্তিরস অমিয়া সুর গুঞ্জিত হচ্ছে রাজ্যের বস্ত্রনগরী শুয়ালকুচির প্রতিটি নামঘর ও সত্রে। বিশেষ করে শুয়ালকুচির ঐতিহাসিক তথা উত্তর অসমের একমাত্র উদাসীন সত্র ঈশ্বর শ্রীশ্রী হাটি সত্রে দিনজোড়া কার্যসূচির মাধ্যমে পালন করা হচ্ছে গুরুজনার ৪৫৫-তম তিরোধান তিথি।

৫০ হাজার ১০০ দিনের কর্মী নিয়ে তৃণমূলের ''দিল্লি চলো'', পুলিশ-কে চিঠি

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দিল্লিতে ধরনায় বসবে তৃণমূল কংগ্রেস। এই মর্মে এবার দিল্লি পুলিশকে চিঠি দিলেন দলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও''ব্রায়েন।
শুক্রবার লেখা ও শনিবার পাঠানো চিঠিতে লেখা হয়েছে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত রাজধানীর রাস্তায় ধরনায় বসবেন বাংলার অসংখ্য ১০০ দিনের কাজের শ্রমিক। তাদের জন্য রামলীলা ময়দানে রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করার অনুমতি চেয়ে এই চিঠি লিখেছেন ডেরেক।
দিল্লি পুলিশের দরিয়া গঞ্জের -কে দেওয়া চিঠিতে ডেরেক ও''ব্রায়েন বলেন, '' আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লিতে ১০০ দিনের কাজের প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক অবস্থান বিক্ষোভে বসবে। রামলীলা ময়দানে তাদের রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করা হোক। ত্রিপল টাঙানোর জন্য অনুমতি দেওয়া হোক। গত ৩১ আগস্ট এ বিষয়ে আপনাকে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার তরফে কোনও উত্তর না পেয়ে আবার চিঠি লিখছি। অনুরোধ করছি দ্রুত উত্তর দেওয়ার।'' এর আগেও দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট পুলিশ স্টেশনের ডেপুটি কমিশনারকেও এই মর্মে চিঠি দিয়েছিলেন ডেরেক ও''ব্রায়েন। তিনি জানিয়েছেন, ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত সকাল ১০ থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই অবস্থান বিক্ষোভ চলে।
মূলত তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ''দিল্লি চলো'' কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। রাজ্যের বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য আগেই দিল্লি যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন অভিষেক। রাজ্যের প্রায় এক লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকা বকেয়া আছে বলে দাবি করেছিলেন তিনি।

পুরভবনে তুলকালাম শাসক-বিরোধী দু'দল কাউন্সিলরে

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শনিবার বারবেলায় কলকাতা পুরসভার অধিবেশন চলাকালীন এক লজ্জার দৃশ্য দেখা গেল। অধিবেশন চলাকালীনই তুমুল বচসায় জড়ালেন শাসক-বিরোধী দু'দল কাউন্সিলর। শুরু হর ধাক্কাধাক্কি তৃণমূলের অসিত বসুর সঙ্গে বিজেপি-র সজল ঘোষ, বিজয় ওঝার কার্যত হাতাহাতি বাধে।
একে অপরের উদ্দেশে কটূ কথা ছুড়ে দেন। কলার ধরাধরি-ধাক্কা-ঠেলাঠেলি কোনওটাই বাদ পড়ল না। শেষমেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ময়দানে নামতে হয় মেয়র ফিরহাদ হাকিমকেও। অভিযোগ, হেনস্থার শিকার হতে হয় তাঁকেও।
শনিবার কলকাতা পুরসভার অধিবেশন চলছিল। সেই সময় বিরোধীদের কোনও প্রশ্ন ছিল না। অভিযোগ, তৃণমূলের মালা রায় সজল ঘোষকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে আপনাদের বিরোধীদের কেন কোনও প্রশ্ন থাকে না? তার উত্তরে বিজেপি নেতা বলেন, ''বলেও কোনও লাভ হয় না। মেয়র-ডেপুটি মেয়র কোনও উত্তর দেয় না।''
সেই সময় সজল ঘোষ এবং বিজয় ওঝার দিকে তৃণমূল কাউন্সিল অসীম বসু তেড়ে যান বলে অভিযোগ। তাঁর দাবি মেয়রকে নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য করা যায় না। এরপরই শুরু হয় বাকযুদ্ধ। তারপর তা গড়ায় হাতাহাতিতে। অভিযোগ, তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে, মহেশ শর্মা সহ একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলর বিজেপি কাউন্সিলরদের উপর চড়াও হন। মারধরের অভিযোগ ওঠে।
এরপর মালা রায় অধিবেশনকক্ষে তাঁর আসন থেকে উঠে বেরিয়ে যান। মেয়র-ডেপুটি মেয়র থামাতে গেলে তাদেরও ধাক্কা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বেশ কিছুক্ষণ গণ্ডগোল চলার পর পরিস্থিতি ঠান্ডা হয়। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''রাজ্যটাকে গোয়াল ঘরে পরিণত করেছে তৃণমূল। দোসর হয়েছে বিজেপি। ওইখানে মেয়র-চেয়ারম্যান রয়েছেন তাঁরা কী করছিলেন? শুধু লুঠের ব্যবসা চলে।''

কাঠমান্ডুতে খুন পরিবারের চার সদস্য, থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের

কাঠমান্ডু, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নেপালের কাঠমান্ডুর বিমানবন্দরের কাছে টিনকুনে চকের একটি কাঠের কলে (দিব্যাস মিল) এক পরিবারের চার সদস্যকে খুন করা হয়েছে। এরপর এই গণহত্যার দায় নিয়ে এক ব্যক্তি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে।
কাঠমান্ডুর এসএসপি দীনেশ রাজ ময়নালি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর সংবাদমাধ্যমকে বলেন, চারজনকেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে। নিহতরা মিলের নিরাপত্তারক্ষী কুমার ভুজেল, তার স্ত্রী অম্বিকা ভুজেল, কুমারের মা সুভদ্রা ভুজেল (৭৬) এবং তার আত্মীয় নবীন রাই।
মিলের এক কর্মচারী বালকৃষ্ণ শিবকোটি জানান, কুমার ভুজেল তার স্ত্রী এবং এক আত্মীয় নবীনকে নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে মিলটিতে থাকতেন। তার মা একদিন আগেই এসেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ২৮ বছর বয়সী দীপেন্দ্র রাই গভীর রাতে বানেশ্বর থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন। রাই বলেন, তিনি নিজেই চারজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করেছেন।

সৌরভের ইস্পাত কারখানা, প্রশ্ন তথাগতের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শালবনিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইস্পাত কারখানা করার ঘোষণায় প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়
শনিবার তথাগতবাবু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ''সৌরভ নাকি মেদিনীপুরের শালবনিতে ইস্পাত কারখানা করবেন! সাধু প্রস্তাব! কেবল আমার জিজ্ঞাস্য, বাঙালির আইকন সৌরভকে এই সুসংবাদটা দিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে স্পেন পর্যন্ত যেতে হল (ভায়া দুবাই) ! তাও জনসাধারণের খরচে, বগলে আধডজন চটিচাটাকে নিয়ে !
কিন্তু এসব সমালোচনায় মাননীয়ার কিছুই এসে যায় না। কারণ ওঁর কোঁচড়ে আছে ত্রিশ শতাংশ মোল্লা ভোট।আমাদের কপালে কি আছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা বুঝে নিন।''
উল্লেখ্য, শালবনিতে জিন্দাল গোষ্ঠীকে ইস্পাত কারখানা গড়ার জন্য রাজ্য সরকার এক সময় বিশাল পরিমাণ জমি বরাদ্দ করেছিল। পরে সেই প্রকল্প রূপায়ণ হয়নি। জিন্দালরা ওই জমির একটি অংশে সিমেন্ট কারখানা তৈরি করেছে। বাকি যে বিশাল পরিমাণ জমি তা সরকার জিন্দালদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে। সেই জমিতেই তৈরি হবে এই ইস্পাত কারখানা।

সনাতন ধর্ম চিরন্তন, পৃথিবীর কোনও শক্তি তা ধ্বংস করতে পারে না : রাজনাথ সিং

লখনউ, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সনাতন ধর্ম নিয়ে এবার মুখ খুললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, সনাতন ধর্ম চিরন্তন, পৃথিবীর কোনও শক্তি তা ধ্বংস করতে পারে না। পাশাপাশি সনাতন ধর্ম প্রসঙ্গে তামিলনাড়ুর মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনের মন্তব্যের নিন্দা করেছেন রাজনাথ সিং।
শনিবার উত্তর প্রদেশের লখনউতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

মুম্বইয়ের জাম্বো কোভিড সেন্টার কেলেঙ্কারি মামলায় ইডির ৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল

মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মুম্বইয়ের জাম্বো কোভিড সেন্টার কেলেঙ্কারির মামলায় ইডি ৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে। মুম্বইতে করোনার সময় যে জাম্বো কোভিড সেন্টার কেলেঙ্কারির মামলা হয়েছিল, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের ঘনিষ্ঠ সুজিত পাটকর সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে বিশেষ আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে। এই চার্জশিটটি ৭৫ পৃষ্ঠার। অভিযোগ করা হয়েছে, সুজিত পাটকর সহ ৬ জন ৩২ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে।
করোনার সময় লাইফ লাইন হাসপাতাল, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস কোম্পানিকে ডাক্তার এবং চিকিৎসা কর্মী সরবরাহ করার চুক্তি দিয়েছিল। করোনা রোগীদের স্বাস্থ্য সুবিধা দেওয়ার নামে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। তদন্ত করতে গিয়ে ইডি প্রমাণ পেয়েছে, মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কোম্পানির জমা দেওয়া উপস্থিতি শীট এবং তথ্যগুলি জাল। ইডির তদন্তে জানা গিয়েছে, সঞ্জয় রাউতের ঘনিষ্ঠ সুজিত পাটকরের নির্দেশেই এই সব করা হয়েছে। এছাড়া সুজিত পাটকরও কোম্পানির চুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে বড়সড় ভূমিকা নিয়েছিল। ইডি আরও দাবি করেছে, এই অপব্যবহার থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ পাটকরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল।
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলায় সুজিত পাটকর, ডাঃ হেমন্ত গুপ্ত, সঞ্জয় শাহ, রাজীব সালুনখে, ডাঃ কিশোর বিসুর, লাইফ লাইন হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস কোম্পানি এবং ডাঃ অরবিন্দ সিং-এর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে ইডির আধিকারিকরা।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, অমিত শাহ এবং যোগী অনেকে

দেহরাদুন, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং যোগী আদিত্যনাথ সহ অনেক নেতা-মন্ত্রীরা।
মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আপনি উত্তরাখণ্ডের উন্নয়নে প্রশংসা করার মতো কাজ করছেন। মোদী এক্স-এ পোস্ট করে জানান, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি যুবকদের আশা-আকাঙ্খাকে কেন্দ্র করে উত্তরাখণ্ডের উন্নয়নের জন্য প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছেন। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের কামনাও করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেন, আপনার নির্দেশনায় আমরা উত্তরাখণ্ডকে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে ক্রমাগত কাজ করে চলেছি। উত্তরাখণ্ডের প্রতি আপনার বিশেষ সংযুক্তি এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনার সাহচর্য আমাকে সবসময় শক্তিশালী উত্তরাখণ্ড গঠনে শক্তি এবং অনুপ্রেরণা জোগায়।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী ধামিকে তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, দেবভূমির উন্নয়ন এবং মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁর এই ধরনের নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। ঈশ্বরের কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, ধামিকে একজন কঠোর পরিশ্রমী রাজনীতিবিদ এবং একজন দক্ষ বক্তা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি, স্মৃতি ইরানি, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, ড. মনসুখ মান্ডোভিয়া, গিরিরাজ সিং, জিতেন্দ্র সিং, অর্জুন মুন্ডা, মনোহর লাল খাট্টার, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, দেবেন্দ্র ফড়নবিস, উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রিজেশ পাঠক, প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল, পেমা খান্ডু, সর্বদানন্দ সোনেওয়াল, তরুণ চুগ, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বাড়ল আবারও; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৫৯ জন, ফের মৃত্যু শূন্য

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বৃদ্ধি পেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় কিছুটা বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭২ জন। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৫৫৪ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০২৯।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৫, ৫২৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ২৬,৫১০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৬৯,৭৭৭-তে পৌঁছেছে।

শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহেব জির প্রকাশ পর্ব উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব জির প্রকাশ পর্বে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
সোশ্যাল মিডিয়া এক্স- মাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন, শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহেব জি বিশ্বকে মানবতার প্রতি সম্প্রীতি এবং উৎসর্গ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা সর্বদা শান্তি ও সম্প্রীতির মৌলিক নীতিগুলিকে উৎসাহিত করে। শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহেব জির শিক্ষা একটি উন্নত সমাজ গঠনে আমাদের পথ দেখিয়েছে। বিশ্বের মহান ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব জির গ্রন্থ অনন্য।

রাস্তার ধারে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মুরগিবাহী গাড়ির, মৃত ২, জখম ৩

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে পোলট্রির মুরগিবাহী একটি গাড়ি।
মিনাখাঁর ভেবিয়ার দিক থেকে খোলাপোতার দিকে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার মুখে পড়ে সেটি। ভোর ৫টা নাগাদ ঘটা এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই জনের। আহত তিন জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মৃতদের নাম- আলি মোস্ত সর্দার ও আরিফ মোল্লা গাজি। তাঁদের বাড়ি বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার কাটিয়াহাটের বেলঘড়িয়া গ্রামে। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে মিনাখাঁ থানার পুলিশ।
আহতদের বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কা জনক বলে জানা গেছে। ঘটনার জেরে এলাকায় শোরগোল পড়ে গেছে। তদন্তে নেমেছে মিনাখাঁ থানার পুলিশ।
স্থানীয়রা জানান, ভোরের দিকে দ্রুত গতিতে ওই গাড়িটি ছুটে আসছিল। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে। এরপর স্থানীয়রা গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। কোনও রকমে তাঁদের উদ্ধার করা গেলেও, তাঁদের মধ্যে দু''জনকে বাঁচানো যায়নি।

রিয়াল মাদ্রিদের ঘরের মাঠ দেখতে যাচ্ছেন মমতা-সৌরভ

মাদ্রিদ, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রিয়াল মাদ্রিদের ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাবিউ নতুন করে নির্মিত হয়েছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সেই নতুন মাঠে প্রথম ম্যাচ খেলেছে রিয়াল।
নবকলেবরে সেজে ওঠা সেই স্টেডিয়ামের ছাদ প্রয়োজন মতো খোলা-বন্ধ করা যায়। শুধু তাই! মাঠও চলে যায় মাটির নীচে। স্টেডিয়ামটিকে যখন বাণিজ্যিক কারণে ভাড়া দেওয়া হবে, তখন পৃথক একটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হবে। মাঠের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তাই তা ভাঁজ করে ঢুকে যাবে মাটির নীচে। সেখানে জল, অতিবেগনি রশ্মি দিয়ে সতেজ রাখা হবে ঘাস। নতুন সান্তিয়াগো বার্নাবিউতে এখন একসঙ্গে ৮৫ হাজার দর্শক বসে খেলা দেখতে পারেন।
আশ্চর্যের সেই মাঠই শনিবার দেখতে যাচ্ছেন দিদি ও দাদা। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর মাদ্রিদ সফরে শনিবার সরকারি কোনও কর্মসূচি ছিল না। সেখানে লেখা ছিল 'হলি ডে'। কিন্তু দিদির অভিধানে 'ছুটি' বলে কিছু লেখা নেই। রিয়াল মাদ্রিদের ঘরের মাঠ ও ফুটবল পরিকাঠামো দেখতে যাবেন তিনি। সঙ্গে যাবেন দাদা, অর্থাৎ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও।
রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিষ্ঠা ১৯০২ সালে। ১২১ বছরের ক্লাবটির দোর্দণ্ডপ্রতাপ জানে গোটা ফুটবল দুনিয়া। তাদের ট্রফি ক্যাবিনেট ঝলমলে করে রেখে ৩৫টি লা লিগা। সঙ্গে ১৪টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। তাদের বলা হয় ইউরোপীয় ফুটবলের সবচেয়ে সফল ক্লাব।

হিসাব-বহির্ভূত আয়ের জন্য কনস্টেবলকে গ্রেফতার করল পুলিশ

বীরভূম, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির অভিযোগে রাজ্য পুলিশের এক কনস্টেবলকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের বোলপুরে।
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত কনস্টেবলের নাম মনোজিৎ বাগীশ। বোলপুর থানায় কর্মরত ছিলেন ওই কনস্টেবল। তাঁর বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির হদিস পান রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। এর পর শনিবার মনোজিৎকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খোদ কনস্টেবলের গ্রেফতারির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
পুলিশের একটি সূত্রে খবর, আগে হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত ছিলেন ওই কনস্টেবল। তার আগে তিনি ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশ এবং রাজ্য এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই কনস্টেবলের মোট আয় হওয়ার কথা ১০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। কিন্তু তাঁর বিপুল সম্পত্তির খবর মেলার পরে গত বছর তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা জানতে পারেন, তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৪৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৬০৪ টাকা।
হাওড়ার বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাঁর কয়েকটি অ্যাকাউন্টের হদিস মেলে। তার পরেই তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখাকে মামলা রুজু করার নির্দেশ দেন নবান্নের কর্তারা। এর পর বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাঁর ফিক্সড ডিপোজিট, গাড়ি-সহ প্রচুর সম্পত্তির খতিয়ান পান দুর্নীতি দমন শাখার তদন্তকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, অভিযুক্ত কনস্টেবল যে-মাইনে পান, তা থেকে এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হওয়া অসম্ভব। এনিয়ে কলকাতার বিচার ভবনের বিশেষ আদালতে মামলাও হয়। অবশেষে সেই মনোজিতকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। শনিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯৪ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯১ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি আজও পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

আগ্রায় অঙ্গদানে অঙ্গীকারের নেতৃত্ব দিলেন মান্ডভিয়া, সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

আগ্রা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া শনিবার উত্তর প্রদেশের আগ্রায় আয়োজিত অঙ্গদানের অঙ্গীকারের নেতৃত্ব দিলেন। আয়ুষ্মান ভব অভিযানের অন্তর্গত এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় আগ্রার জিআইসি গ্রাউন্ডে। সেখানে বহু মানুষ অঙ্গ দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত হাসপাতালে অঙ্গ ইমপ্লান্টেশন সুবিধা পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার হাসপাতালগুলিকে আর্থিক সহায়তাও দেবে। উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় এদিন মেগা অঙ্গদান প্রতিশ্রুতি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মান্ডভিয়া বলেন, সরকার এ জন্য সমস্ত ডাক্তারদের প্রশিক্ষণও দেবে। তিনি বলেন, যেসব দরিদ্র মানুষ অঙ্গ প্রতিস্থাপন করবেন তাদের ওষুধ কিনতে সরকার প্রতি মাসে দশ হাজার করে টাকা দেবে।

ইস্পাত কারখানার ভাবনায় সৌরভকে স্বাগত দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। মাদ্রিদে গিয়ে ''শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ' আনতে বড় ঘোষণা করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। রাজ্যে যাতে বিনিয়োগ আসে, সেই কারণে স্পেনে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন সৌরভ। বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে সৌরভ জানান, বাংলায় শিল্পের প্রসার ঘটনাতে উদ্যোগী তিনি। আগামী পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে মেদিনীপুরে নিজস্ব দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলবেন। দাদার এই ঘোষণার পরেই রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ভেসে এসেছে। মমতার সফর সঙ্গী হওয়া থেকে শুরু করে বিসিসিআই-এর সভাপতি পদ থেকে সৌরভকে সরানো, সবকিছু একসুতোয় বেঁধে রাজনৈতিক মহল যখন চুলচেরা আলোচনায় ব্যস্ত সেই সময় গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করতে শোনা গেল বঙ্গ বিজেপি নেতা তথা মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষকে। সৌরভ 'বন্দনা'-ই করলেন তিনি। পাশাপাশি ইশ্বরের কাছে 'দাদা'-র সাফল্যও কামনা করলেন। সৌরভের ঘোষণা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, ''সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় গিয়েছেন বাংলার স্বার্থে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যাতে সফল হন। তাতে বাংলার লাভ হবে। তবে তিনি রাজনীতির চক্করে যাতে না পড়েন। এই ঢপবাজির রাজনীতিতে যেন না পড়েন। যদি সম্ভব হয় বাংলায় আরও যাঁরা এই ধরনের সেলিব্রিটি রয়েছেন তাঁদেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজে লাগান। তাঁদের ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে যদি বাংলার লাভ হয় ক্ষতি কী! তবে শুধু খবর তৈরি করে আর ছবি তুললে কোনও লাভ হবে না।'
এদিন বাংলায় শিল্পায়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সুরই শোনা গেল দিলীপ ঘোষের কণ্ঠে। তিনি বলেন, 'জমি তো রয়েইছে। বাম আমলে যে জমিগুলিতে শিল্প কারখানা হয়নি বা হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে বা ওরাই বন্ধ করে দিয়েছেন সেগুলো তো রয়েইছে।'যদিও রাজ্যকে নিশানা করে তাঁর সংযোজন, 'কিন্তু, উন্নয়নের জন্য যে জমি কেন্দ্র সরকার চাইছে- রেললাইন, বিমানবন্দর নির্মাণ করা, জাতীয় সড়ক নির্মাণ করার জন্য সেই জমি রাজ্য দিতে পারছে না। ফলে কেন্দ্র সরকারের সব প্রকল্প আটকে যাচ্ছে।' রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে টাকা ''উধাও'' প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ সম্প্রতি সামনে আসা বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, '' বিষয়টি অত্যন্ত চিন্তার। এটা ডিজিটাল যুগ। কিন্তু, এই সরকারকে আরও বেশি উদ্যোগী হতে হবে বলে মনে করি। সাধারণ মানুষকেও আরও বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

ড্রাগ ইন্সপেক্টর ওপর প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। গতকাল রাতে খোয়াই থানাধীন রামচন্দ্রঘাট এলাকায় ড্রাগ ইন্সপেক্টর সুব্রত দাসের ওপর শারীরিকভাবে নিগৃহীত হওয়ার ও প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ড্রাগ ইন্সপেক্টর জানিয়েছেন, তেলিয়ামুড়া থেকে কল্যানপুর হয়ে রুটিন চেকআপ শেষে তিনি যখন রামচন্দ্রঘাট পৌছেন, তখনই লাইসেন্সবিহীন স্থানীয় এক খুচরো ঔষধ বিক্রেতা যতন শীল মেয়াদবিহীন কিছু ঔষধ ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু ড্রাগ ইন্সপেক্টর সেই ঔষধ তুলে এনে জনসাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগে যতন শীল নামে ঐ ব্যক্তি কিছু নিজের পরিচিত যুবকদের সেখানে ডেকে নিয়ে আসে। পরবর্তী সময় সেই দুষ্কৃতকারীর দল উনার উপর প্রাণঘাতী আক্রমন করে এবং গাড়ী ভাঙচুর করার পাশাপাশি চালককেও মারধর করে। পরবর্তী সময় উনি প্রাণ রক্ষার্থে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। খোয়াই জেলা হাসপাতালে উনাদের প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। খবর পেয়ে পুলিশও ছুটে আসে।

বীরেন্দ্রনগর বিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক মেগা মক ড্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। জিরানীয়ার বীরেন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে গতকাল প্রাক'তিক দুর্যোগকালীন সময়ে বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা শিবির ও মেগা মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। ভূমিকম্পের মত প্রাক'তিক দুর্যোগ এবং আগুন লাগলে কি কি করা উচিত এবং প্রতিটি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কিভাবে উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করতে হয় তা শেখানোর জন্য এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় প্রাক'তিক দুর্যোগ পরবর্তীতে কি কি করণীয় তা হাতে কলমে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের দেখানো হয়। এই মেগা মহড়ায় অগ্নি নির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, টিএসআর দশম ব্যাটেলিয়ান, বিদ্যুৎ, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর, স্কাউট এণ্ড গাইডের স্বেচ্ছাসেবক, আরক্ষা দপ্তর অংশগ্রহণ করে। এতে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, রিসোর্সপার্সন তথা ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির সদস্য রাজেশ সাহা প্রমুখ। উল্লেখ্য, গত ১২ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর** সামিল হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস দলের এস সি সেলের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস, কংগ্রেস নেতা শান্তি রঞ্জন দেবনাথ প্রমুখ। এদিকে পদের যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রবিবার বে রোজগার দিবস উপলক্ষে চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি করবে সংগঠন। এদিকে কংগ্রেস সূত্রের খবর আজ এই হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সিডাব্লিউসি মিটিংয়ে যোগ দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

ঘোষণা

● **প্রথম পাতার পর** বাঁচিয়ে রাখা এবং সমৃদ্ধ করা। প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ১৮টি ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে নিয়ে এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হল পণ্য ও পরিষেবার প্রাপ্যতার পাশাপাশি পণ্যের গুণমান উন্নত করা এবং সেগুলির দেশীয় ও বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের সাথে একীভূতকরণ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটিতে কেন্দ্রীয় সরকার ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী আকাশবাণীতে তাঁর মন কি বাত-এ প্রকল্পটির কথা উল্লেখ করেছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

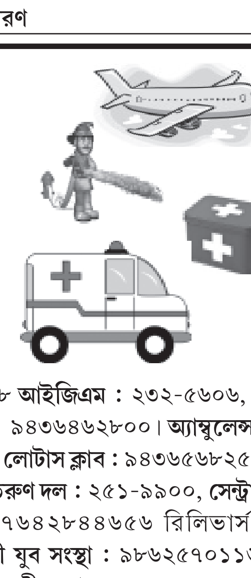

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগরে জেলাভিত্তিক মেধা অন্বেষণার বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর।। আজ ধর্মনগরের বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনে জেলাভিত্তিক মেধা অন্বেষণ এবং বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকার, মেধা অন্বেষণ কমিটির ডিস্ট্রিক্ট কনভেনার তথা বিবিআই এর প্রিন্সিপাল রঞ্জু শর্মা এবং আগরতলা থেকে আগত রাজ্য কনভেনার মনোজ রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী।

উদ্বোধক বিশ্ববন্ধু সেন উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমানে যেভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তাতে বৃক্ষরোপণ প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত জরুরী, না হলে গাছগুলি আমাদেরকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন দিতে পারবে না তাতে মানব জীবনের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। দিনে দিনে বন ধ্বংস করার ফলে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তাই প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন একটি করে বৃক্ষ রোপন করা নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য। মেধা অন্বেষা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন সামাজিক মানসিক এবং আর্থিকভাবে সাহায্যের জন্য বর্তমানে মেধা অন্বেষা কমিটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আগে এই ধরনের কোন সুযোগ ছিল না।

এখন যেহেতু এই সুযোগ প্রদান করা হয়েছে তাই প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর এই সুযোগকে কাজে লাগানো দরকার। আগে যখন এই সুযোগ ছিল না তখন বহু কষ্ট করে যারা সামাজিক এবং আর্থিক অনটনের মধ্যে ছিল তাদেরকে বড় হতে হয়েছে। এখন যেহেতু সুযোগ এসেছে তাকে নষ্ট না করার জন্য প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।

পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী সবাইকে সাইবার ক্রাইমের খপ্পরে যাতে না পড়ে তার জন্য বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরে উপদেশ দেন। কারণ, এইসব ব্যাপারে পুলিশ মামলা গ্রহণ করে তারপর কোর্টে যায় দিনের পর দিন মামলা চলতে থাকে। কোন ধরনের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। ইদানিং একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এই ধরনের ফাঁদে পা দিয়ে ৩৩ লক্ষ টাকা খুইয়েছেন। তাই কোন ধরনের অজানা কল রিসিভ না করতে এবং ওটিপি শেয়ার না করতে পরামর্শ দেন। স্টেট কনভেনার মনোজ রায় বলেন ২০১৮ সাল থেকে এই কমিটি কাজ করে চলেছে। এই কমিটির যে সুযোগ সুবিধা গুলো প্রদান করা হচ্ছে তা যাতে ছাত্রছাত্রীরা সঠিকভাবে গ্রহণ করে।

শিক্ষকরা

● **প্রথম পাতার পর** এক প্রতিনিধি দল। এদিন তাঁরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহার কাছে তাঁদের দেখা করার সুযোগ করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

পথ অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর** করে। পরিস্তিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনস্থালে ছুটে আসে বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। বাগান শ্রমিকরা যেন তারা সঠিকভাবে জল বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। মালিক এবং প্রশাসনকে জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি তাদের জন্য। তাই তারা বিক্ষোভ শুরু করেছে। এদিন বিক্ষোভে কাজ ছিল বন্ধ। শ্রমিকদের দাবি গুলি মেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে পরিস্থিতির যে আরো অবনতি ঘটবে তা এদিন শ্রমিকরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

বামেরা

● **প্রথম পাতার পর** রাজ্য সরকার আশ্বাস দিয়েছিল ১০৩২৩ শিক্ষকের বিরাট সংখ্যক গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি তে চাকরি পাবে। কিন্তু ফল প্রকাশের পরে দেখা গেল সেই সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এক্ষেত্রেও চাকরিহারা শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক রাজ্য সরকার তার দাবিও জানাচ্ছে দল। । তারা জিআরবিটি ও রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে। গ্রুপ সি ফল প্রকাশে যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে বেকারদের মধ্যে তা দূর করতে সরকারের স্পষ্টিকরণের দাবি জানাচ্ছে বামফ্রন্ট। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, নরেশ জমাতিয়া।

'আজমল সুপার ৪০'-এর ভর্তি-পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : 'আজমল সুপার ৪০'-এর ভর্তি-পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হবে স্কলারশিপ। শনিবার আজমল ফাউন্ডেশনের সদর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের মুখ্য ন্যাসরক্ষী সিরাজ উদ্দিন আজমল আগামী ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ভর্তি-পরীক্ষার কার্যসূচী ঘোষণা করেন। ভর্তি-পরীক্ষার জন্য আবেদন জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ১৫ ডিসেম্বর।

তিনি জানান, 'আজমল ফাউন্ডেশন' পরিচালিত 'আজমল সুপার ৪০' প্রত্যেক বছরের মতো এবারও ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ৩০টি কেন্দ্রের বেশি স্থানে অনুষ্ঠিত হবে এই পরীক্ষা। রাজ্যের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সুবিধা প্রদানে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে এই ভর্তি-পরীক্ষা। যাতে রাজ্যের সব স্থানের মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী 'আজমল সুপার ৪০'-এর সুবিধা লাভ করতে পারেন। এ ছাড়াও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হবে স্কলারশিপ।

উল্লেখ্য, আজমল ফাউন্ডেশনের ন্যাসরক্ষী মওলানা বদরুদ্দিন আজমল এবং মুখ্য ন্যাসরক্ষী সিরাজউদ্দিন আজমল গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিকিৎসক এবং ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করার উদ্দেশ্যে 'আজমল সুপার ৪০' নামে এক মিশনের যাত্রা আরম্ভ করেছিল।

সিরাজ উদ্দিন আজমল জানান, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ যারা হবেন,সেই সব মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এই ভর্তি-পরীক্ষার মাধ্যমে আজমল সুপার ৪০-এর একাদশ শ্রেণিতে নাম ভর্তি করার সুযোগ পাবেন। নামভর্তি পরীক্ষায় পারদর্শিতা প্রদর্শিত ৪০ জন আর্থিকভাবে পশচাদপদ শিক্ষার্থীদের মৌখিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিনামূল্যে নামভর্তির সুযোগ প্রদান করা হবে।মুখ্য ন্যাসরক্ষী সিরাজ উদ্দিন আজমল আরও জানান, বিশেষ করে তফশিলি জাতি-জনজাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের ৫০ শতাংশ রেহাই দেওয়া হবে। এ ছাড়া মেধার ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। অষ্টম, নবম এবং একাদশ শ্রেণির মোট ১৫০ নম্বরের ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গণিত ৪০ নম্বর, বিজ্ঞান ৬০ নম্বর, ইংরেজি ২৫ নম্বর এবং সাধারণজ্ঞান/বুদ্ধি বিকাশে ২৫ নম্বর। একইভাবে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর যাঁরা নিট এবং জেইই পরীক্ষার জন্য এক বছরের কোচিং নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সেই সব শিক্ষার্থীদের জন্যও একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে নামভর্তি পরীক্ষা।সাংবাদিক সম্মেলনে আজমল ফাউন্ডেশনের মুখ্য ন্যাসরক্ষী সিরাজুদ্দিন আজমল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ড. খসরুল ইসলাম, জেনারেল ম্যানেজার ড. এমআরএইচ আজাদ, আজমল সুপার ৪০-এর প্রজেক্ট হেড আব্দুল কাদির সহ আজমল ফাউন্ডেশন ও আজমল সুপার ৪০-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সাঁচীরামবাড়ী বাজারে মহকুমা শাসকের উদ্যোগে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ সেপ্টেম্বর।। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ও শান্তির বাজার মহকুমাকে নেশামুক্ত হিসাবে গরে তুলতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহন করছে শান্তির বাজার মহকুমাশাসক। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শনিবার শান্তির বাজার মহকুমাশাসকের উদ্দ্যোগে দক্ষিন হিচাছড়া এডিসি ভিলেজের সাঁচীরামবাড়ী বাজারে এলাকার লোকজন, বিভিন্ন ক্লাবের সদস্য ও এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবীদের নিয়ে এক সচেতনা শিবির অনুষ্ঠীত করাহয়। আজকের এই শিবিরের মাধ্যমে কিভাবে যুবসমাজকে নেশারকবলগ্রাস থেকে ফিরিয়ে আনাযায় তানিয়ে আলোচনা করলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা। তার পাশাপাশি কন্যাসন্তানদের সুরক্ষায় কিভাবে বাল্যবিবাহ রোধ করাযায় এবং ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়েহলে কি কি ক্ষতির সন্মুখিন হতেহবে ও যে সকল লোকজনেরা নাবালিকা মেয়ের বিয়েতে সাহায্যেরহাত বারিয়ে দেবে তাদের জন্য কি প্রকারের শাস্তির ব্যাবস্থা রয়েছে তানিয়ে আলোচনাকরাহয়। আজকের এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, জোলাইবাড়ী ব্লকের সমষ্টিউন্নয়ন আধিকারিক মানস ভট্টাচার্য্য, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, বিশিষ্ট সমাজসেবী শম্ভু মানিক, জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার ওসি খোকন কুমার দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী গমন ত্রিপুরা সহ অন্যান্যরা। আজকের এই আলোচনাসভা শেষে এই আলোচনাসভার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমকে জানাতেগিয়ে মহকুমাশাসক জানান শান্তির বাজার মহকুমাকে নেশামুক্ত হিসাবে গরে তুলতে কাজ শুরুহয়েছে। মহকুমার ৫ টি জায়গা চিহ্নিতকরে সচেতান শিবির অনুষ্ঠীত করাহবে। এর মধ্যে যেইসকল জায়গাথেকে নেশায় আশক্ত যুবকদের খোঁজ পাওয়াযাবে তাদেরকে চিকিৎসকের পরামর্শের মাধ্যমে সরকারি খরচে নেশামুক্তি কেন্দ্রে প্রেরনকরাহবে। মহকুমা শাসকের এইধরনের উদ্দ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। আজ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চে ইন্দো-বাংলা খোলা জানালা আয়োজিত বাংলা ভাষা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উপদেষ্টা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা মণীষা দত্ত পুরকায়স্থ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের একনিষ্ঠ ভক্ত অনুরাগী প্রবাসী মহম্মদ নূরুল ইসলাম। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড় সৌমিত্র কুমার সিনহ।আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাননীয় রেবতী মোহন দাস,প্রবীর ঘোষ রায়, ড় মীর রেজাউল করিম, ড় ফিরোজা বেগম। আজকের অনুষ্ঠানের আলোচনায় অংশ নিয়েছেন অধ্যাপক ড় মীর, অধ্যাপিকা রিজিয়া, অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা সিনহা, অমলেন্দু চৌধুরী, ডা: পবিত্র কুমার সাহা প্রমূখ। এছাড়া কুড়িটি সংগঠনের প্রায় দুই শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত শিল্পী গণেশ চন্দ্র রায় বাউল , ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কে নিয়ে স্বরচিত গান করেন, এবং শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী অনুষ্কা ঘোষ।সঞ্চালনায় ছিলেন নিমাই মন্ডল, দেবিকা বন্দোপাধ্যায়, রঞ্জনা কর্মকার। সমগ্র অনুষ্ঠান টি পরিচালনা করেন ইন্দো বাংলা খোলা জানালার কর্নধার, নজরুল গবেষক ড়ূদীপা দাস।

ডিমা হাসাওয়ে কংগ্রেসের আট নেতা-কর্মীর তৃণমূলে যোগদান

হাফলং (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই দল বদলের হিড়িক পড়েছে। আজ শনিবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের লোয়ার খারতং আসনের কংগ্রেস নেতা তথা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রাক্তন সদস্য লালথাংজোয়াল জৌতে সহ মোট আট জন কংগ্রেসের নেতা ও কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।তাঁদের দলে স্বাগত জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ডিমা হাসাও জেলা কমিটির সভাপতি আচিং জেমি, সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসনিক) সেথমিনথাং খংসাই।এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসে (টিএমসি) যোগ দিয়ে লালাথাংজোয়াল জৌতে বলেন, টিএমসি আইএনডিএ (ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স)-এর একটি অংশ। তাই তিনি তৃণমূলে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর দাবি, আজ শুধু এই আটজন নেতা কর্মী কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগদান করলেও আগামীতে লোয়ার খারতং-এ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ছেড়ে আরও বহু নেতা-কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন।প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ডিসেম্বর বা আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মোট ২৮টি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচন। তাই উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনকে এগিয়ে নিয়ে আসা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সব কয়টি রাজনৈতিক দল প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। বর্তমানে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে ক্ষমতাসীন বিজেপি থেকে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক দল নির্বাচনের প্রস্তুতিতে পিছিয়ে নেই।

ঐক্য পরিষদের ঢাকা মহানগর উত্তরের বর্ধিত সভা

ঢাকা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কী দেবেন আর কী নেবেন- তার হিসাবনিকাশ নির্বাচনের আগেই পরিস্কার করতে হবে তা দ্রুত ঠিক করার দাবি করলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারন সম্পাদক এ্যাড. রাণা দাশগুপ্ত।শনিবার তিনি বলেন, সংসদ নির্বাচন যতোই ঘনিয়ে আসছে, দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ততোই বাড়ছে। কারণ নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সাম্প্রতিক সময়ে নিয়মে পরিণত হয়েছে। অথচ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় সংখ্যালঘু সুরক্ষা বিশেষ আইন প্রণয়নসহ সরকারের কোনো নির্বাচনী অঙ্গীকারই এখনো অব্দি পূরণ করা হলো না। মনে রাখতে হবে, দেশের অন্তত একশটি আসনে নির্বাচনী ফলাফলের নিয়ামক শক্তি সংখ্যালঘুরাই। তাই কী দেবেন আর কী নেবেন- তার হিসাবনিকাশ নির্বাচনের আগেই পরিষ্কার করতে হবে। তা না হলে নির্বাচনের মাঠে নামা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ঢাকা মহানগর উত্তরের বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ্যাড. দাশগুপ্ত একথা বলেন। ঐক্য পরিষদের মহানগর উত্তরের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অতুল চন্দ্র মণ্ডলের সভাপতিত্বে শনিবার তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।মহানগর উত্তরের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হৃদয় গুপ্তর সঞ্চালনায় বর্ধিত সভায় বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. শ্যামল কুমার রায়, অধ্যক্ষ হরিচাঁদ মণ্ডল সুমন, এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল , রবীন্দ্রনাথ বসু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বাপ্পাদিত্য বসু, মহানগর উত্তরের নেতা পরিমল কুরি, প্রভাষ মণ্ডল , অবিনাশ সমাজপতি, সুধীর বিশ্বাস প্রমুখ।বর্ধিত সভায় রাণা দাশগুপ্ত বলেন, আমরা ভারতেরও দালাল নই, আওয়ামী লীগেরও দালাল নই, আমরা কোনও রাজনৈতিক শক্তির দালাল নই। আমরা বাংলাদেশের দালাল। মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ''সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার''- এই আদর্শকে ধারণ করে এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাই সবচেয়ে বেশি জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়ে বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে।কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ত্যাগ স্বীকার করলাম, স্বাধীনতার অর্ধশতক পরে এসে আমরা দেখছি, এই রাষ্ট্রে স্বাধীনতার সেই তিন লক্ষ্যই হারিয়ে গেছে। রাষ্ট্র হয়ে গেছে বৈষম্যমূলক আর সাম্প্রদায়িক। বাহাত্তরের সংবিধান হারিয়ে গেছে।মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শই আজ এই রাষ্ট্রে পরাজিত। রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তনের মাধ্যমে আমাদেরকে আজ এই রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছে। বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার রাজনৈতিক নীলনকশা চলছে। এই দেশ থেকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যদি হারিয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশ পরিণত হবে আফগানিস্তানে।বর্ধিত সভায় সংগঠনের তেজগাঁও, তেঁজগাও শিল্পাঞ্চল, বাড্ডা, রামপুরা, হাতিরঝিল, মিরপুর, পল্লবী, কাফরুল, দারুস সালাম, শাহ আলী, রূপনগর, শেরেবাংলা নগর, উত্তরা পূর্ব, উত্তরা পশ্চিম, ক্যান্টনমেন্ট, বিমানবন্দর, ভাটারা, খিলক্ষেত, মোহাম্মদপুর, আদাবর, গুলশান, বনানী, তুরাগ, উত্তরখান, দক্ষিণখান, ভাষানটেক থানা কমিটির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভায় নেতৃবৃন্দ আগামী ২২-২৩ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ৪৮ ঘণ্টার গণঅনশন ও গণঅবস্থান এবং ৬ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশ সফল করার আহ্বান জানান।

হাইলাকান্দিতে চারা বন্টন

হাইলাকান্দি (অসম) ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কর্মসূচির অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা আয়ুক্তের কনফারেন্স হলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারের পৌরহিত্যে সভায় বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ পদাধিকারীরা অংশ নেন। এরপর গাছের চারা বন্টন করা হয়.।াজ্য সরকার অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কর্মসূচিতে গাছ লাগানোর ফটো অর্থাৎ সেলফি নির্ধারিত ওয়েব এবং অ্যাপ এর মাধ্যমে আপলোড করার মেয়াদ ২০ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বাড়িয়েছে। তবে ফটো অর্থাৎ নির্ধারিত ওয়েব এবং অ্যাপ এর মাধ্যমে সেলফি ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেল চারটার মধ্যে তুলে রাখতে হবে। রাজ্যে এক দিনে এক কোটি গাছের চারা লাগানোর কর্মসূচি অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৪ টার মধ্যে এই গাছের চারা লাগানো হবে।এদিকে যারা ১১ সেপ্টেম্বরের পর নির্ধারিত অ্যাপ রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাদেরকে নিকটবর্তী জিপি অফিস অথবা পুরসভা কার্যালয় থেকে চারা গাছ সংগ্রহ করতে প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে।

জগদলপুর ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের

জগদলপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের পারপা থানার অন্তর্গত পান্ডারিপানি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজারিগুড়া গ্রামের বাসিন্দা বুধরু মৌর্য্য নামে এক যুবক প্রাতঃকর্ম সারতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। পারপা পুলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, পান্ডারিপানি হাজারিগুড়ার বাসিন্দা বুধরু মৌর্য্য শনিবার সকাল ৬টায় প্রাতঃকর্ম সারতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে রেললাইনে হঠাৎ বিশাখাপত্তনম থেকে আসা একটি ট্রেন তাকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই যুবকের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর গ্রামের এক যুবক দেখতে পেয়ে মৃতের পরিবারকে ফোন করে বিষযটি জানায়। খবর পেয়ে পারপা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত যুবকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেকো হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে দেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

আন্তর্জাতিক রেড পান্ডা দিবস পালিত হল দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়

দার্জিলিং, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক রেড পান্ডা দিবস পালিত হল দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক বা দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়। শনিবার এই উপলক্ষ্যে চিড়িয়াখানা চত্বরে রেড পান্ডা নিয়ে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এদিন অনুষ্ঠানে অংশ নেয় বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা। রেড পান্ডা সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন তথ্য দেওয়া হয়েছে। চিড়িয়াখানার পরিচালক ড. বাসবরাজ হোলেইয়াচি জানান, এখানকার কর্মীরা রেড পান্ডা সংরক্ষণে ভালো কাজ করছেন। চিড়িয়াখানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২-এর ২৬ ডিসেম্বর চিড়িয়াখানার দুটি রেড পান্ডাকে সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে ছাড়া হয়েছিল। বন্য পান্ডাদের সঙ্গে মিলনের পর তারা গর্ভবতী হয়। দুটি পান্ডাই পরবর্তীতে দুটি করে শাবকের জন্ম দিয়েছে। চিড়িয়াখানার পরিচালক জানান, এদিন চিড়িয়াখানায় শিক্ষার্থীদের রেড পান্ডা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রথমে সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক এবং তারপর নেওড়ায় আরও রেড পান্ডা ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে বর্তমানে ২৫টি রেড পান্ডা আছে বলে জানিয়েছেন হোলেইয়াচি।

পুরসভায় তাণ্ডবের জন্য দুই কাউন্সিলারকে 'শোকজ'

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শনিবার কলকাতা পুরসভায় তাণ্ডবের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির দুই কাউন্সিলার যথাক্রমে অসীম বসু ও সজল ঘোষকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হল।পুরসভায় চেয়ারম্যান তথা সাংসদ মালা রায় এ খবর জানিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, এদিন পুর অধিবেশনে যা হয়েছে, তা দুঃখজনক। সংসদ, বিধানসভাতেও এরকম হয়েছে। পুরভবনের ঘটনাটি ছোট্ট, তবু এটা না হওয়াই কাঙ্খিত ছিল। কলকাতা পুরসভায় মারামারিতে এদিন জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল এবং বিজেপির কাউন্সিলররা। মারামারি থামাতে গিয়ে কার্যত হিমশিম খেতে হয় মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। কলকাতা পুরসভার ইতিহাসে নজিরবিহীন এই ঘটনা ঘটল অধিবেশন কক্ষে।ধুন্ধুমারকাণ্ড সামাল দিতে না পেরে অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন চেয়ারপার্সন মালা রায়। পরে যদিও পুরসদস্যদের অনুরোধে ফিরে আসেন তিনি। অধিবেশন শুরু হয়। বক্তব্য রাখা শুরু করেন মেয়র কিন্তু সজলের উপর 'আক্রমণে'র অভিযোগ তুলে অধিবেশন বয়কট করেন বিজেপি কাউন্সিলরেরা।

অঙ্গন

গুরুত্বপূর্ণ জয়ে অবনমন রেহাই টাউনের সুপার ফোর অনিশ্চিত ত্রিবেণী সংঘের

টাউন ক্লাব: ১(প্রণব) ত্রিবেনী সংঘ: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে টাউন ক্লাব। হারিয়েছে সুপার ফোরের দাবিদার ত্রিবেণী সংঘকে। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে টাউন ক্লাব অবনমিত না হওয়ার ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান আরও কিছুটা মজবুত করে নিয়েছে। অপরদিকে ত্রিবেণী সংঘ আজ, শনিবার ভাইটাল ম্যাচে পরাজয়ের কারণে সুপার ফোরের ট্র্যাক থেকে অনেকটাই সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। সুপার ফোরে খেলার ছাড়পত্র আদৌ পাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ন্যূনতম গোলে দুর্দান্ত জয় টাউন ক্লাবের পক্ষে এই মরশুমে মাঠে খেলে প্রথম জয় বলা চলে। এর আগে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ছেলেরা অনিবার্য কারণে মাঠে উপস্থিত থাকতে পারেনি বলে টাউন ক্লাব ওয়াকওভার হিসেবে তিন পয়েন্টের পাশাপাশি ২টো গোলও পেয়েছিল। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ২৫ তম ম্যাচে আজ শনিবার টাউন ক্লাব এক-শূন্য গোলের ব্যবধানে ত্রিবেণী সংঘকে পরাজিত করেছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে খেলার ৩৮ মিনিটের মাথায় প্রণব সরকারের গোলে টাউন ক্লাব ১-০ তে লিড নেয়। ত্রিবেণী সংঘের ছেলেরা গোলটি শোধ করার লক্ষ্যে যথেষ্ট আক্রমণমুখী হয়ে উঠলেও কার্যত প্রথমার্ধে মত দ্বিতীয়ার্ধেও গোলটি পরিশোধের কোনও ফুরসৎ পায়নি।

শেষ পর্যন্ত প্রনবের গোলটিই জয়সূচক গোলের স্বীকৃতি পায়। উপরন্ত খেলায় অসদাচরনের দায়ে দুই অর্ধে দুই দলের চার জনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন।

ম্যাচ পরিচালনায় রেফারি আদিত্য দেববর্মা প্রথমার্ধের খেলা চালিয়ে হঠাৎ স্বাস্থ্যজনিত কারণে দ্বিতীয়ার্ধের দায়িত্ব পল্লব চক্রবর্তীর হাতে দিতে হয়। এছাড়া, ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন বিপ্লব সিংহ, লিটন সাহা ও সুকান্ত দত্ত। দিনের খেলা: ফরওয়ার্ড ক্লাব ও রামকৃষ্ণ ক্লাব, বিকেল তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ফরোয়ার্ড	৫	৩	২	০	১৪-৪	১১
রামকৃষ্ণ	৫	৩	২	০	১২-৫	১১
এগিয়ে চলো	৫	৩	২	০	৯-২	১১
ত্রিবেণী সংঘ	৭	২	২	৩	৬-১০	৮
লালবাহাদুর	৪	২	১	১	১১-৩	৭
জুয়েলস	৬	২	১	৩	১৩-১৩	৭
টাউন ক্লাব	৬	২	০	৪	৮-১২	৬
ফ্রেন্ডস ইউ:	৬	২	০	৪	১০-১৭	৬
বীরেন্দ্র ক্লাব	৬	১	০	৫	৫-২২	৩

ফরোয়ার্ড রামকৃষ্ণের মহারণ আজ গুরুকে কঠিন চ্যালেঞ্জ শিষ্যের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ভাইটাল ম্যাচ আগামীকাল। তাতে মুখোমুখি হবে গ্রুপ লিগের শীর্ষে থাকা দুই দল ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল বিকেল ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। আপাতত ৫ ম্যাচ খেলে ২ দলই ১১ পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফোর নিশ্চিত করে নিয়েছে। লিগে শীর্ষ স্থান দখলের দৌড়ে টিকে থাকতে আজ মাঠে নামবে দু-দলই। শনিবার দু-দলই শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয় দুদলের ফুটবলাররা। বড় ম্যাচে মাঠে নামার আগে দু-দলই সতর্ক। দু-দলই চাইছে কাউন্টার অ্যাটাকের উপর নির্ভর করে খেলতে। এ ম্যাচ মূলত লড়াই গুরু এবং শিষ্যর মধ্যে। গুরু সুভাষ বোস-এর দলকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রস্তুত শিষ্য কৌশিক রায়ের ছেলেরা। এদিন সকালে অনুশীলন শেষে ফরোয়ার্ড কোচ সুভাষ বোস বলেন, 'আসরে যে কয়টা শক্তিশালী দল রয়েছে এর মধ্যে রামকৃষ্ণ একটা। ফলে আমাদের বাড়তি সতর্ক নিয়ে মাঠে নামতে হবে। তবে লক্ষ্য থাকবে একটাই পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়া। তা মাথায় রেখেই ছেলেরা মাঠে নামবে'। ফরোয়ার্ডকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রস্তুত রামকৃষ্ণ ক্লাব। কোচ কৌশিক রায় বলেন, 'বিপক্ষ দলের খেলোয়ারদের এক ইঞ্চি জায়গা দিলে পুরো নিতে চাইবে। তাই যথেস্ট সতর্ক হয়ে মাঠে নামতে হবে আমাদের। লক্ষ্য থাকবে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া এবং ম্যাচ থেকে পয়েন্ট তোলার'। ফুটবলপ্রেমীরাও আজ ভালো ম্যাচ দেখা নিয়ে আশাবাদী।

পাওয়ার লিফটিং : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। সম্প্রতি এক বৈঠকের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পাওয়ার লিফটিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে সভাপতি অমল কুমার ঘোষ, সম্পাদক বলরাম দাস এবং কোষাধ্যক্ষ অমরদ্বীপ দেববর্মা মনোনীত হয়েছেন। গত রবিবার আগরতলার কৃষ্ণনগরে কদমতলীস্থিত পেরেন্টস ভবনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পাওয়ার লিফটিং-এর সাধারণ সভায় অবজারভার হিসেবে ত্রিপুরা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি কুমুদ চন্দ্র বণিক এবং যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমতি রিংকু দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১২ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সদ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পদক জয়ী পাওয়ার লিফটারদের সংবর্ধনা জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্থার সম্পাদক বলরাম দাস এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন।

উৎসাহ উদ্দীপনায় প্রতিযোগিতা সম্পন্ন সাঁতারে রাজ্য সেরা স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। একচ্ছত্র আধিপত্য। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের। ৩৯১ পয়েন্ট পেয়ে রাজ্য সেরা হয়। রাইমা সুইমিং পুলে কার্যত ঝড় তুলে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সাঁতারুরা। আসরে ২৬০ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স হয় পশ্চিম জেলা। রাজ্য স্কুল সাঁতার প্রতিযোগিতায়। তিন দিনব্যাপী রাজ্য আসর শেষ হয় শুক্রবার। বাঘারঘাটের রাইমা সুইমিং পুলে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহকাইর আধিকারিক দিবাকর দেবনাথ, পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব মদন বনিক, টেকনিক্যাল কমিটির আহ্বায়ক রঞ্জন কুমার রায়। আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এবারের আসরে রেকর্ড হলো ১ টি। এছাড়া আসরের মধ্য দিয়ে জাতীয় আসরে দলগঠনের জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয় সাঁতারুদের।

ফুটবলারদের মাঠে রেখেই পালিয়ে গেলেন কোচ লামা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো টাউন ক্লাব অবশেষে। অবনমন রোখার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হলো টাউন ক্লাব। রোমাঞ্চকর ম্যাচে রূপকের দল ১-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো ত্রিবেণীকে। গোলটি করলো অভিজ্ঞ ফুটবলার প্রণব। দলের পারফরম্যান্সে খুশি কোচ সহ ক্লাবের কর্মকর্তারা। কোচ রূপক মজুমদার বললেন, দিনের ম্যাচে মাঠে যে পারফরমেন্স করলো ফুটবলাররা, তা এককথায় দারুন। বিশেষ করে গোলরক্ষকের প্রশংসা করতে ও ভুলে যাননি তিনি। নিশ্চিত দুটো গোল সেভ করলো সে।

আরো দুটো ম্যাচ রয়েছে দলের। তাতে ও দল ভালো খেলবে বলেই আশাবাদী তিনি। তবে ম্যাচ শেষে মাঠে দেখা গেল এক নিদারুণ দৃশ্য। অসহায়ভাবে ত্রিবেণীর ফুটবলাররা মাঠে বসে আছে।

কোচ রাজু লামা এবং ম্যানেজারের পাত্তা নেই। মুখ লুকিয়ে ফেললেন নাকি পালিয়ে গেলেন কোচ ও ম্যানেজার, তা নিয়েই উঠলো অবিরাম প্রশ্ন। এই ভাবে ফুটবলারদের মাঠে রেখে পালিয়ে যাওয়ার কি মানে থাকতে পারে তা হয়তো একমাত্র রাজু লামাই ভালো বলতে পারবেন।

ক্রিকেটে দল বদল বিসিসি-তে প্রমজিৎ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। অংশ নিলেন মাত্র ১ জন ক্রিকেটার। ঘরোয়া ক্রিকেটের দলবদলে। শনিবার মৌচাকের প্রমজিৎ ঘোষ দলবদল করে সই করেন বি সি সি-তে। শুক্রবার দলবদলে অংশ নিয়েচিলেন ২ জন ক্রিকেটার।

চলমানের রাজীব সাহা (জুনিয়র) সই করেন পোলস্টারে এবং হার্ভের সমীর দেববর্মা সই করেছিলেন ইউ বি এস টি-তে। এখন পর্যন্ত ১২৮ জন ক্রিকেটার দলবদলে অংশ নেন। ২০ সেপ্টেম্বর দলবদলের শেষ দিন। দি যত ফুরিয়ে আসছে ততই ক্রিকেটাররা টি সি এ মুখি কম হচ্ছেন। আজ ছুটির দিনে দলবদল হবে না।

NOTICE INVITING TENDER (NIT)PNIT No.: 06/THCB/PD-II/2023-24

The Deputy Executive Officer, PD-II on behalf of the 'Tripura Housing & Construction Board", invites online Item rate e-tender for the following works:

SL. NO	Name of the Work	Item for which e-tender is invited	Estimated Cost	EMD	BID Fee	Last date & time for online Bidding
01.	DNIeT No.: 01/DEO(Works-II)/THCB/ 2023-2024 (2nd Call)	Hiring of Maruti Eco Vehicle	₹ 4,55,400.00	₹ 9,108.00	₹ 1,000.00	Up to 3:00 P.M. on 05/10/2023
02.	DNIeT No.: 01/DEO(H&B)/THCB/ 2023-2024 (2nd Call)	Hiring of Scorpio Vehicle	₹ 8,61,120.00	₹ 17,222.00	₹ 1,000.00	

Note: The bid forms and other details including online activities should be done inthe e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Sd/-
(Er.M G Modak)
Deputy Executive Officer (PD-II)
Tripura Housing And Construction Board
Agartala, West Tripura.

ICA/C-2304/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:PNIe-T-13/EE/DWS/JRN/2023-24, Dated- 14/09/2023.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

SL. NO.	DNIe-T NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No: 55/DNIeT/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹.23,93,012.00	₹. 47,860.00	90 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
2.	DNIe-T No: 56/DNIeT/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹.41,61,727.00	₹. 83,235.00	90 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
3.	DNIe-T No: 57/DNIeT/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹.35,37,527.00	₹. 70,751.00	90 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
4.	DNIe-T No: 58/DNIeT/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹.35,37,527.00	₹. 70,751.00	90 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
5.	DNIe-T No: 59/DNIeT/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹.35,348,12.00	₹. 70,696.00	90 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
6.	DNIe-T No: 60/DNIeT/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹.25,71,727.00	₹. 51,435.00	90 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
7.	DNIe-T No: 66/DNIeT/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹.9,61,044.00	₹. 19,221.00	180 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
8.	DNIe-T No: 67/DNIeT/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹.16,20,247.00	₹. 32,405.00	120 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class

- Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 14/09/2023 at 18.00 hours.
- Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 04/10/2023 up to 15.00 hours.
- Date and Time for Opening of Bid- 04/10/2023 at 15.30 hours.
- This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

(Er. P.K. DAS)
Executive Engineer
DWS Division, Jirania,
Ranirbazar, West Tripura

ICA/C-2309/23

Corrigendum

Notice Inviting e-Tender No.F.3(68)-SF(KBK)/e-TENDER/2023-24/579, dt.08/08/2023 bearing Tender ID No.2023_ FISH_40760_1 published on dated.09/08/2023. in https://tripuratenders.gov.in with the title Supply of Floating pelleted fish feed to the different gram panchayat /Village council of different blocks area of Karbook Sub- Division, Gomati Tripura for implementation of different Pisciculture schemes during 2023-24, has been Cancelled due to unavoidable circumstances.

ICA/C-2325/23

Superintendent of Fisheries
Karbook, Gomati Tripura

The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Gakulnagar, Sepahijala, Tripura invites sealed tenders vide PNIT No. 20/ EE-BSLD / PWD(R&B)/ 2023-24, Dated 12" September 2023 for hiring of 3(three) nos. vehicles Maruti EECO-— PETROL for the offices mentioned below :-
1/ Hiring of 01(one) no MARUTI EECO (Petrol) vehicle of 01.01.2017 (Manufacturing Date) onwards along with driver for official use of the SDO, PWD(R&B), Bishalgarh Sub-Division during the year 2023-24
Estimated Cost: = 2,49,060/- DNIT. No.34 /R/DNIT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2023-24
2/ Hiring of 01(one) no MARUTI EECO (Petrol) vehicle of 01.01.2017 (Manufacturing Date) onwards along with driver for official use of the SDO, PWD(R&B), Amtali Sub-Division during the year 2023-24
Estimated Cost: ¥ 2,49,060/- DNIT. No.35 /R/DNIT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2023-24
3/ Hiring of 01(one) no MARUTI EECO (Petrol) vehicle of 01.01.2017 (Manufacturing Date) onwards along with driver for official use of the SDO, PWD(R&B), Dukli Sub-Division during the year 2023-24 :
Estimated Cost: = 2,46,560/- DNIT. No.36 /R/DNIT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2023-24
Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 15" September, 2023 to 30% September 2023 and last date of dropping of tenders is 04th October 2023 up to 3:00 pm. Last Date of receipt of application: 29th September 2023.

For details please see tender notice

For and on behalf of the men of Tripura

ICA/C-2318/23

Executive Engineer
Bishalgarh Division, (PWD)
Gakulnagar, Sepahijala, Sepahijala.

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION AGARTALA

Advt. No. 13/2023

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to Election Inspector, (Group-C, Non- Gazetted) through Combined Competitive Examination, under GA(P&T) Department, Govt. of Tripura. For detailed Advertisement please visit -https://tpsc.tripura.gov.in

(Dr. T.K. Debnath, IAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

SL. No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	TATA SUPER ACE	TR01W-1712	Engine No:- Nil & Chassis No: - Nil	14.08.2023 at 8:26 am	Sri Ashim Chakraborty, Fr, B.O. Anandanagar Beat

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-parte.

Issued under my seal and signature of this day on 14/08/2023

(T.K.Debbarma, TFS)
Sub Divisional Forest Officer
Sadar Sub Division, Agartala

ICA/D-1004/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রত্নবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

বিজ্ঞাপন

National Skill Development Corporation International (NSDCI)-এর উদ্যোগে বিভিন্ন পোস্টে UAE(United Arab Emirates), Japan, Mauritius-এ চাকরির সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন। নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন উৎসাহী প্রার্থীদের আগামী ২৮/০৯/২০২৩ তারিখ বিকেল ৪টার মধ্যে Biodata নিম্নে উল্লেখিত Email id তে জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

NEW RECRUITEMENT DRIVE LIST

SL No	JOB SECTOR/AGENCY	JOB ROLE	JOB LOCATION	MIN QUALIFICATION	AGE LIMIT	SALARY	EXPERIENCE
1)	Hospitality Management	Customer service and front desk roles	Japan	Graduate with a Hospitality Management degree or Diploma/Certificate holders with 2 years of experience in Hotel Industry	20-27 years	Upto Rs. 1 Lakh	Freshers/Experianced both can apply
2)	Tablez Food Company LLC	1)Kitchen Crew and 2)Waitress	UAE(Dubai/Abu Dhabi)	8th/10th/12th Pass/ITI	20-25 years(Female only)	Rs.56,376 /- (Approx)	Cuisine:American/International/Continental/ Italian expertise in American Grills,American Steaks,American Barbeque,Pizza etc
3)	Finance	1)Fund Administrator 2)Audit Associate 3)Compliance Associate	Mauritius	1)University degree in Finance/Accounting 2)Bachelor's degree in Accounting,Finance or Economics 3)University degree in Law	NA	Rs.7,17,600-9,56,800 per annum(For 1-2 years of experience) Rs.9,56,800-1196000 per annum(For 2-4 years of experience) More than Rs.1196000 per annum (For more than 4 years of experience)	Min 1 year in related field
4)	Naturelle LLC (Dabur International)Company	Assistant Machine Operator	UAE	8th/10th/12th Pass/ITI	Max 30 years (Male only)	Rs.29,318 (Approx)	5years in any personal care manufacturing company

ICA/D-1007/23

Sd/-
Director, Skill Development

আজ ক্যাপসিল দ্বারা আয়োজিত এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

রক্তদানের মধ্য দিয়ে মানব ধর্ম পালন করা সম্ভব: মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রক্তদানের মাধ্যমে মানব ধর্ম পালন করা সম্ভব। একজন মুমুর্ষ রোগীর জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি নতুন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। শনিবার উত্তর বাধারঘাট স্থিত উন্নয়ন সংঘের ৭১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের সূচনা পর্বে একথা বলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

তিনি আরো বলেন, রক্তের সংকট মেটাতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে আহবান করেছে রক্তদান শিবিরে এগিয়ে আসার জন্য। যাতে রক্তের কোন সংকট ব্লাড ব্যাংক গুলির মধ্যে না থাকে। সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও ক্লাব কর্তৃপক্ষ রক্তদান শিবিরে এগিয়ে আসছে বলে জানান মেয়র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটার সম্পা সেন চৌধুরী, ক্লাব সভাপতি প্রণব সাহা,

সম্পাদক পার্থ সরকার সহ অন্যান্যরা। পরে মেয়র সহ অন্যান্য অতিথিরা রক্তদান শিবির ঘুরে দেখে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। সামাজিক কাজের পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নে সরকারের পাশে থেকে ক্লাব গুলিকে সহায়তা করার আহ্বান জানান মেয়র।

পূর্ব পিলাক ভিলেজ সেন্টারে নিম্মমানের কাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব পিলাক ভিলেজসেন্টারের উন্নয়ন প্রকল্পে সেন্টারের অফিসকক্ষে টাইলস বসানোর জন্য অর্থবরাদ্ধকরাহয়। কিন্তু টাইলস বসানোর কাজ শুরু হলে কাজের গুনগতমাননিয়ে প্রশ্নকরছে সকলে। সকলের অভিযোগ এই কাজটি নিম্নমানের করাহচ্ছে। পুরানো ফ্লোরে কোনোপ্রকার সেভিংস ছারা বালি ব্যাবহার নাকরেই কোনোপ্রকারের টাইলস বসানোহচ্ছে। এছারা সকলে জানান ভিলেজ সেন্টারের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান মনিটারিং কমিটি এইকাজের ব্যাপারে কিছুই জানেননা। এইকাজের দায়িত্বে ভিলেজ সেন্টারের বিগতদিনে সেক্রেটারির দায়িত্বে থাকা কিরন ত্রিপুরা রয়েছেন বলে জানাযায়। নিম্নমানের কাজের ফলে সকলে মিলে কাজ বন্ধরাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সকলে চাইছে গুনগত মান বজায় রেখে এইকাজ করাহোক। এছারা দেখাযায় একজন জি আর এস দিয়ে চলছে এই ভিলেজ কার্যালয়। ভিলেজ কার্যালয়ে কর্মরত কর্মীরা সঠিকভাবে আসেননা বলেও অভিযোগরয়েছে যার সত্যতা আজ দেখাগেলো। এখন দেখার বিষয় কাজের গুনগত মান বজায় রাখতে ও ভিলেজসেন্টারে সকল লোকজনদের সঠিকপরিষেবা প্রদানে দপ্তর কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

বক্সনগর ব্লক এলাকা গাঁজা চাষে রমরমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা যতই বলুক না কেন, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ব,এক ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ ত্রিপুর বানানোর লক্ষ্যে নিরালা প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র অন্য কথাই বলছে, আমাদের সমাজব্যবস্থা বেশ কিছু স্বার্থান্বেষীর,কারণে, অতিরিক্ত স্বার্থ লোভী এবং অল্প সময়ে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে, নেশা সামগ্রী পাচার, বিক্রি করা, এবং সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজে বড়লোক হওয়া, রাতারাতি বিলাস বহুল রাজপ্রাসাদএবং বিলাস বহুল গাড়ির মালিক হওয়া। যার কারণে গোটা বক্সনগর এলাকা ফরেস্ট রিজার্ভের জাগায় জবরদখল করে, বনভূমি ধ্বংস করে, প্রকৃতিকে নিধন করে, গাঁজা চাষে মত্ত চাষিরা। বড় বড় গাজা চাষী ইনভেস্টার এর মত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে,খামার বাড়ি বানিয়ে বাগানের মধ্যে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক আনিয়া কাজ করাচ্ছে। বাংলাদেশের পাটকে যেমন সোনালী ফসলের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তেমনি গাঁজা ফসল ও সোনার ফসল বলে, আখ্যায়িত করেছেন গাঁজা চাষিরা। আর তা না হলে কেনই বা স্বর্ণ গয়না বন্ধক দিয়ে, আশা, বন্ধন, আশীর্বাদ মাইক্রো ফিন্যান্স, থেকে এমনকি এস এইচ জি গ্রুপ থেকে লোন নিয়ে টাকা ঢেলে গাজা বাগান করছে। বক্স নগর ব্লক এলাকার মধ্যে সবচাইতে বেশি গাজা ইনভেস্টার হচ্ছে কমলনগর এবং আনন্দপুর, ধনিরামপুর, ঘাটিঘর এলাকায়,। তাছাড়া রয়েছে দক্ষিণ কলম চৌড়া, উত্তর কলম চৌড়া, বাগবের,মানিকনগর বেলারচর, বক্সনগর পুঠিয়া রহিমপুর সীমান্তবর্তী জায়গাগুলি। মতিনগর বাতা দোলার পূর্ব অংশে, রিজাবের জায়গা, ফুল কুমারী, এক কথায় গোটা বক্সনগর এলাকায় গাঁজা চাষে রমরমা। এইসব গাঁজা চাষের পেছনে বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে দহরম মহরম বিশাল টাকার বিনিময়ে ফরেস্টার কিছু কর্মচারী, পুলিশ প্রশাসনের লোক, এমনকি কাস্টম রেঞ্জ অফিসাররা পর্যন্ত জড়িত রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে তাদেরকে ম্যানেজ করার জন্য শাসক গোষ্ঠী দলীয় উপস্তরের নেতৃত্ব। এখন পর্যন্ত গোটা বক্সনগর এলাকায় কোথাও গাঁজা অপারেশন করার জন্য নামেনি প্রশাসন। অতিরিক্ত টাকা পয়সা হওয়ার ফলে সমাজ আজ রসাতলা যাচ্ছে, নেশার প্রতি আসক্ত করছে, যুব সমাজকে সমাজে বাড়ছে চুরি ছিনতাই ডাকাতি এবং বিভিন্ন অপরাধ মূলক কাজ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে গেলে অচিরে নেশা মুক্ত এবং নেশা থেকে বি রত থাকার জন্য সমাজের সুশীল লোক এগিয়ে আসতে হবে তার পাশাপাশি প্রশাসনের ভূমিকা সঠিক নেয় নীতি থাকতে হবে। এখন দেখার বিষয় শুভবুদ্ধিলোক এবং প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষরা কি ভূমিকা গ্রহণ করে, সেই গাঁজা চাষীদের ব্যাপারে।

মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর রাজ্য ভিত্তিক অনুষ্ঠানের সূচনা ঘিরে প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ সেপ্টেম্বর।। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ রা অক্টোবর পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ্য শৈশব সুস্থ কৈশোর এর পঞ্চম রাউন্ড শুরু হবে তিনটি পর্যায়ে এর কাজ হবে,এই কর্মসুচির সফল বাস্তবায়নের জন্য দক্ষিণ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে আগামী ১৯ শে সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীর বিলোনিয়া সফরের মধ্যে দিয়েই শুরু হবে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযানের রাজ্য ভিত্তিক সূচনা। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা দক্ষিণ জেলার জেলা সদর বিলোনিয়া শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে এই কর্মসূচীর সূচনা করবেন বেলা বারোটায়,মূলত স্বাস্থ্য দফতর, শিক্ষা দফতর ও সমাজ কল্যাণ ও সামাজিক শিক্ষা দফতর এই তিনটি দফতর মিলে যৌথ ভাবে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এছাড়াও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত দাস বলেন বিশেষ করে মা ও শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে ১৩ টি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে ,কৃমি নাশক ঔষুধ, আয়রন টেবলেট, সিরাপ, ভিটামিন এ, পোষণ অভিযান, টিটেনাস টিকা, হাম রুবেলা ইত্যাদি টিকা প্রদান করা হবে।

ব্লক এলাকার বিভিন্ন আশা কর্মীদের মাধ্যমে নবজাতক ও ছোট শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষন, নিউমোনিয়া রোগ, লক্ষণ পর্যবেক্ষন ও সচেতনতা, ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা কন্টোল, বিষয়েও সচেতন করা হবে ,ব্লক এলাকায় নলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র,ঋষ্যমুখ সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মতাই স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং রতনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীরা এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে যথেষ্ট তৎপর, এক কথায় দক্ষিণ জেলার প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মী ও আশা কর্মী সকলেই এই অনুষ্ঠানটি সফল রূপ দেওয়ার জন্য অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে , মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত দাস আরো জানান প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সভা করা হবে এই মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর এই কর্মসূচি কে সফল করার জন্য তারাও যেন এগিয়ে আসে , তিনটি পর্যায়ে হল প্রথম ১৯ থেকে ২৪ শে সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় পর্যায়ে হল ২৫ থেকে ২৮ শে সেপ্টেম্বর এবং তৃতীয় পর্যায় হল ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত, এর মধ্যে ইট ভাট্টার শ্রমিকদের পরিবারের শিশুদের এবং চা বাগানের কর্মরত শ্রমিকের পরিবারের শিশুদের মধ্যেও এই পরিষেবা প্রদান করা হবে পর্যায়ক্রমে।

ল্যাব টেক নিয়োগ সহ চার দফা দাবিতে স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ল্যাব টেক পদে নিয়োগ করা সহ চার দফা দাবিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে অল মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেক নোলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার গত ছয় বছর ধরে ল্যাব টেক পদে একজনকে নিয়োগ করে নি। গত বছরের ৩০ আগস্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ পক্ষ থেকে ল্যাব টেকের ৩৬১টি শূন্য পদে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। কিন্তু একবছর অতিক্রান্ত হলেও সরকার একজনকেও নিয়োগ করেনি। তিন হাজারের অধিক রাজ্যে বেকার রয়েছেন। কিন্তু শূন্য পদ থাকা সত্ত্বেও সরকার ল্যাব টেক পদে নিয়োগ করছে না। এ বিষয়ে একাধিক বার স্বাস্থ্য দপ্তরে ডেপুটেশন, মিছিল, মিটিং সহ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি প্রদান করা হলেও এখনো পর্যন্ত কোনো সদুত্তর মিলেনি। তাই আজ চার দফা দাবিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল।

তাঁদের দাবি, চাকুরীতে স্থায়ী ভিত্তিতে সমস্ত শূন্য পদে ল্যাব টেকের অবিলম্বে নিয়োগ, সরকারী ডায়াগনস্টিক সার্ভিসে পিপিপি মডেল অবিলম্বে প্রত্যাহার, জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে প্রতিটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরকারী ডায়াগনস্টিক পরিষেবা চালু করা,সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা জাতীয়করণ করা হোক। অতিসত্বর দাবি পূরণ করা না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন তাঁরা।

অভিচরণ এডিসি ভিলেজে ভারত নির্মাণ রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের সার্বিক বিকাশে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। গ্রামীণ এলাকাগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ লেফুঙ্গা ব্লকের অভিচরণ এডিসি ভিলেজে নবনির্মিত ভারত নির্মাণ রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্র তথা ভিলেজ কার্যালয়ের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। এই কেন্দ্রটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭২ টাকা।

কৃষিমন্ত্রী এদিন লেফুঙ্গা ব্লকের স্টোর গোডাউনেরও উদ্বোধন করেন। স্টোর গোডাউনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩৩ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির সুবিধা রাজ্যের প্রান্তিক জনপদগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সব অংশের মানুষের কল্যাণে সরকার কাজ করছে।তিনি বলেন, অভিচরণ এডিসি ভিলেজ দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ছিল। রাজ্যের বর্তমান সরকার এই ভিলেজের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনগণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে। আগামী দিনে অভিচরণ বাজারে দ্বিতল মার্কেট স্টল নির্মাণের কাজ শুরু হবে। লেফুঙ্গা ব্লকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, অভিচরণ, বীরমোহন ও উত্তর দেবেন্দ্রনগর এলাকার জন্য একটি নতুন তহশিল অফিস চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিসি'র কার্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেববর্মা, লেফুঙ্গা বিএসি'র চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা, লেফুঙ্গা ব্লকের বিডিও ললিত চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ নবনির্মিত ভারত নির্মাণ রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

হরিমঙ্গল ছড়ায় মূর্তি বিসর্জনের জায়গা সংস্কারের দাবিতে এলাকাবাসী সোচ্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্যের সিপাহী জলা জেলার মধ্যে অন্যতম সীমান্তবর্তী গ্রাম হল বক্সনগর।বক্সনগর বাজার সংলগ্ন পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে হরি মঙ্গল ছড়া। গোটা বক্সনগর এলাকায় পূজা পার্বণ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জলবরণ, গঙ্গাঅনয়ন, বারনি স্নান এমনকি দুর্গাপূজার শেষে বিসর্জনের কেন্দ্র স্থল হলো হরিমঙ্গল ছড়া। আর হাতে গোনা মাত্র ৩৬ দিন পর অনুষ্ঠিত হবে সার্বজনীন দুর্গোৎসব, বাঙ্গালীদের সবচাইতে বড় পারবন বলে, সারা বিশ্বে সোনাম অর্জন করেছে, ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বুকে। দুর্গোৎসবের পর, প্রতিমা বিসর্জনের জন্য বক্সনগর বাসী একমাত্র হরিমঙ্গল ছাড়ার জলে ভরসা। বর্তমানে হরিমঙ্গল ছড়াটিতে সামান্য জল অতিবাহিত হয়ে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। যেহেতু বক্সনগর বাজার সংলগ্ন সেই জন্য বক্সনগর বাজারের ময়লা আবর্জনা ফেলে ধীরে ধীরে নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে।তার পাশাপাশি ছড়া সংলগ্ন ব্রিজের পাশে ওয়াল ছিল। দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে ছড়ার মাঝখানে, সংস্কার করার জন্য পূর্ত দপ্তর কোন উদ্যোগ নেয়নি, তাছাড়া পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে রয়েছে এলাকাবাসীর প্রশ্ন। একজন সুনাগরিক ব্যবসায়ী আমাদের সাক্ষাৎ করে জানান। আরেকজন বয়স্ক বরিষ্ঠ নাগরিক। দেবেশ রায় উনি আমাদের প্রতি ক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, আমাদের আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দুর্গাপূজা শুরু হতে যাচ্ছে, আবর্জনা নোংরা ওয়াল ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে ছড়ার নদীতে, পঞ্চায়েত প্রধান প্রশাসন এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্রুততার শহীত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাহলে মন ভালো হবে এবং বিসর্জন ভালো হবে।

বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিরঞ্জন নমঃ সংবাদ মাধ্যমকে জানান উনারা বক্সনগর পি ডব্লিউ ডি আধিকারকের সঙ্গে কথা বলেছে, ওয়াল ভেঙ্গে পড়া ইট সিমেন্ট সুকরি গুলি উঠিয়ে পরিষ্কার করার জন্য। বাজারের ব্যবসায়ীরা ছড়াটি আবর্জনা ফেলে নোংরা করে রাখে, ভরাট হয়ে যাচ্ছে নদী, সংস্কার করার জন্য পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যদের নিয়ে মিটিং করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দুর্গা পূজার আগেই সংস্কার করব। পুজোর আগে বাধ দিয়ে জলের ব্যবস্থা তৈরি করব, মূর্তি বিসর্জন করার জন্য ব্যবস্থা করবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

স্পন্দনের সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১৫ ও ১৬ই সেপ্টেম্বর স্পন্দন সামাজিক সংস্থার দুইদিন ব্যাপী সচেতনতা মূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির সহায়তায়।পাঁচটি স্কুলে এই সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।প্রত্যেকটি স্কুলে ২৫০ থেকে ৩০০ ছাত্রছাত্রী এই সচেতনতামূলক অংশগ্রহণ করেন।আগরতলা শহরের অনেক জ্ঞানীগুণী সম্মানিত মানুষরা এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং উনাদের বক্তৃতা দিয়ে অভিজ্ঞতা দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদেরদের অনুপ্রাণিত করেন। উদ্বোধনী ভাষণে সংস্থা সম্পাদিকা ড : হৈমন্তী ভট্টাচার্য বলেন,স্পন্দন সামাজিক সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমাজের কল্যাণ।আজ এইচআইভি/এইডস এর মরন ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবাইকে সম্মিলিত ভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্য এক ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন দুজন করে এই পজেটিভ রোগই ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রয়োজন গন প্রতিরোধ, গণ লড়াই, ও গণজাগরণ। জীবনকে ভালবাসতে শিখতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেকে ভালবাসার নিজেকে ভালো রাখার প্রতিজ্ঞাতে আবদ্ধ করার আহ্বান জানান তিনি।স্পন্দনের ডাকে সাড়া দিয়ে যারা আজ এই সচেতনতা মূলক শিবির অংশগ্রহণ করেন এবং উনাদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন ,তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কজন বক্তা হলেন, স্কুল অফ সায়েন্সের চেয়ারম্যান অভিজিৎ ভট্টচার্জী ড: সমরজিৎ ভট্টাচার্য ড: সোহম,শান্তনু চক্রবর্তী, অ্যাডিশনাল এসপি প্রণব দেবনাথ , আরশি কথার কর্ণধার শান্তনু শর্মা। প্রজাপিতা ব্রহ্ম কুমারীর বেহেণ স্মৃতি ও অনামিকা ও অন্যান্যরা ভাই রা মেডিটেশন ক্লাস করিয়ে এই সচেতনতা মূলক শিবিরের সমাপ্তি ঘোষনা করেন। তাছাড়া স্পন্দনের সদস্যদের অভিনীত এইচআইভি ও ড্রাগস এর উপর নাটক বিলম্বিত বোধদয় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সর্বত্র প্রশংসিত হয়।

রাতের আঁধারে আগর গাছ কেটে নিয়ে গেল চোরের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। রাতের আঁধারে ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ব্লকের অধীন প্রেমতলা বাজার সংলগ্ন এলাকার অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের বহুমূল্যের আগরগাছ কেটে নিয়ে গেল চোরের দল।জানা গেছে ,ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ব্লকের অধীন প্রেমতলা বাজার সংলগ্ন এলাকার অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের বাউন্ডারি ওয়ালের ভেতরের পেছনদিকে ছিল একটি বিশাল আগরগাছ।রাতের আঁধারে চোরের দল গাছটি কেটে নিয়ে যায়। বিশিষ্ট সূত্রের খবরে জানা গেছে, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কয়েকজন কর্মী মিলে আগোরকাট চোরা কারবারিদের সাথে সমঝোতা করে বহু লক্ষ টাকার বিনিময়ে গাছটি বিক্রি করে দিয়েছে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের ইনচার্জ উমেশ চৌধুরী এ বিষয়ে জানতে চাইলে নীতি বলেন , এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন না।

রবীন্দ্রভবন সংলগ্ন এলাকায় গণেশ পূজার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। বছরের ন্যায় এই বছরও রাজধানীর রবীন্দ্রভবন সংলগ্ন এলাকায় গণেশ পূজার আয়োজন করেছে গনপতি সামাজিক সংস্থা।শনিবার রবিন্দ্র ভবনের সামনে সাংবাদিক সম্মেলনে করে সংস্থার সম্পাদক বিজু পাল জানিয়েছেন, ১৭ সেপ্টেম্বর তাদের পুজো মণ্ডপ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পূজা চলবে। প্রতিদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চলবে। এছারাও প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭ টা থেকে সন্ধ্যা আরতি শেষে রাত্রি ১০ টা পর্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। গনপতি সামাজিক সংস্থা আয়োজিত গণেশ পূজায় সামিল হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানান সংস্থার সম্পাদক।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।